NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ বাবার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, লরির চাকা পিষল পড়ুয়াকে

নতুন এসএসসির পরীক্ষা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি আদালতের ৩

কলকাতা ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৭৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.12.2025, Vol.19, Issue No. 173, 8 Pages, Price 3.00

রাঁচির পর রায়পুরেও শতরান বিরাট কোহলির।

# দুর্নীতি মেনেও চাকরি বহাল

## ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে স্বস্তি ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ৩২ হাজারের চাকরি থাকবে কি থাকবে না এই নিয়েই ছিল জল্পনা। ইতিমধ্যেই এই মামলার শুনানি হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। এরপর বুধবার দুপুর দু'টোর খানিক পরে রায় শোনাল হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁদের নির্দেশ, চাকরি বহাল থাকছে বত্রিশ হাজার শিক্ষকের। কোর্টের পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘ ৯ বছর পর চাকরি বাতিল হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। বিচারপতি বলেন, 'যাঁরা ৯ বছর ধরে কাজ করছেন তাঁদের পরিবারের কথাও ভাবতে হবে। যাঁরা সফল হননি তাঁদের জন্য সব ড্যামেজ করা যায় না।'

এদিকে এই মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গোটা ইন্টারভিউ প্রসিডিওর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, গোটা ইন্টারভিউ পদ্ধতিতেই গলদ ছিল। সেই কারণে তিনি চাকরি বাতিল করেন।

এদিকে বুধবারের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কোর্ট যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন পুরো বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়েছে। আর এখানে প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সিবিআই-এর ভূমিকাও। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বক্তব্য, আদালত কোনও 'রোমিং এনকোয়ারি' চালাতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যাঁরা এতদিন ধরে চাকরি করছিলেন, তাঁদের পড়াশোনা করানোর ধরনের উপর কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। তৃতীয়ত, যখন এই ইন্টারভিউ প্রসেস চলছিল, সেই সময় যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি টাকা নিয়ে অতিরিক্ত নম্বর দিয়েছেন তাঁর কোনও প্রমাণ নেই। যার ফলে গোটা সাক্ষাৎকার পর্বে যে গলদ হয়েছে সেটা একেবারে বলা যাচ্ছে না। পাশাপাশি দিন কোর্ট এও বলে, মামলা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা কেউ চাকরি করছিলেন না। ফলে যাঁরা পাশ করেননি তাঁদের জন্য গোটা প্রক্রিয়াকে নষ্ট করা যায় না। আর সেই যুক্তিতেই ডিভিশন বেঞ্চ একক বেঞ্চের রায়কে খারিজ করল।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের একাংশ জানান, 'সত্যের জয় হল। আমরা তো চারানা পয়সা দিইনি। যে সকল আইনজীবীরা আমাদের হয়ে সওয়াল করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ। আমাদের সকলের হোমলোন রয়েছে। আমাদের বাচ্চা আছে। চাকরি বাতিল হলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

এদিনের এই রায়ের পর উচ্ছ্বসিত পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও। তিনিও বলছেন সত্যের জয় হল। এক্স হ্যান্ডলে ব্রাত্য বসু লিখছেন, 'আজকে মহামান্য হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে অভিনন্দন জানাই।'

তবে এদিনের এই রায়ের পর ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। তাঁর সাফ কথা এই রায়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিটা প্রশ্রয় পেয়ে গেল। পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'আপাতত চাকরি বাঁচল বটে কিন্তু এই রায়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিটা প্রশ্রয় পেয়ে গেল। এটা ভবিষ্যতের জন্য খুবই খারাপ হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে দুর্নীতি হল, যে তথ্য আদালতে পেশ করা হল আইনের দিক থেকেও সেটাকে যদি গ্রাহ্য করা না হয় তাহলে আগামীতে তাঁরা দুর্নীতি করতে খানিকটা প্রশ্রয় পাবেই।'

এদিকে এই মামলার মূল মামলাকারী ছিলেন আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। বুধবার শুনানির পর তিনিই জানিয়ে দেন যে উচ্চ-আদালতে যাচ্ছেন। তরুণজ্যোতি বলেন, 'আদালতের উপর সম্পূর্ণ ভরসা আছে। কোর্ট সব পক্ষ শুনেছে। তার জন্য ধন্যবাদ। আমরা বলেছিলাম স্থগিত রাখতে। তবে বিচারপতি স্থগিত রাখেনি। বিচারপতি দুর্নীতির কথাও বলেছেন, তবে মূল বিষয় ছিল আবেগ। এখানে কিন্তু দুর্নীতির জয় হয়নি। তদন্ত চলবে। আমরা এবার সুপ্রিম কোর্টে যাব।'

এদিকে এই রায়ের পর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'খুবই ভাল লাগছে, এতদিন যে লড়াই হয়েছে, সেই ২০২৩ সালের এপ্রিল মে মাস থেকে ২০২৬ সালে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত, যখন চাকরি বাতিল হয়, তখন ওদের আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম। সুপ্রিম কোর্ট আমাকে ডিভিশন বেঞ্চে পাঠায়। আজ সত্যের জয় হল।' শুধু তাই নয়, কল্যাণ এদিনও তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রায় ও তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সরাসরি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিঁধে কল্যাণ বলেন, 'একটা বিচারপতি যখন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে চলেন, তখন এই ধরনের রায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিচারপতি দিতে পারেন। থরোলি পলিটিক্যাল ইনটেনশন ছিল। সেটাও পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা এই কথাটাই বারবার বলে এসেছিলাম, এবার প্রমাণিত হয়ে গেল। উনি তো বলেছিলেন চাকরি খেয়ে নেব। আজ আমরা চাকরি রেখে দেখিয়ে দিলাম, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আসলে বিচারব্যবস্থার কলঙ্ক, বিশ্বের কলঙ্ক।'

### আদালতের পর্যবেক্ষণ

- দুর্নীতি হয়েছে বলে সকলের চাকরি বাতিল করা যায় না। প্রায় ৯ বছর চাকরি করার পর যদি কারও চাকরি বাতিল হয়, তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
- চাকরি করার সময় ওই চাকরিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠেনি। কয়েক জনের জন্য গোটা নিয়োগপ্রক্রিয়ার ক্ষতি করা যায় না।
- মামলা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা কেউ চাকরি করছিলেন না। ফলে যাঁরা পাশ করেননি তাঁদের জন্য গোটা প্রক্রিয়াকে নষ্ট করা যায় না।
- যাঁরা এতদিন ধরে চাকরি করছিলেন, তাঁদের পড়াশোনা করানোর ধরনের উপর কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। যখন এই সাক্ষাৎকার পর্ব (ইন্টারভিউ প্রসেস) চলছিল, সেই সময় যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি টাকা নিয়ে অতিরিক্ত নম্বর দিয়েছেন তাঁর কোনও প্রমাণ নেই।

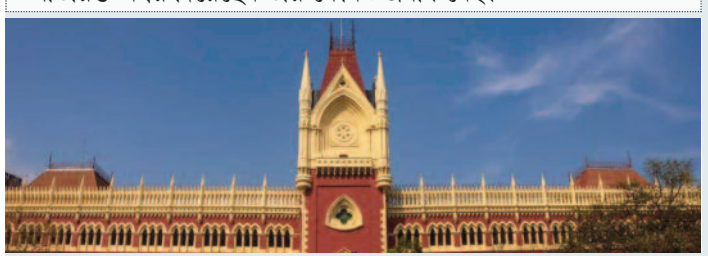

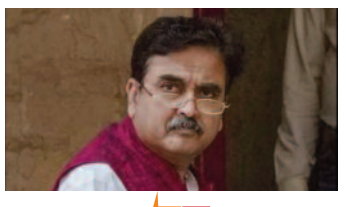

২৬ হাজার চাকরি যাদের বাতিল হল, তারাও তো অনেক বছর চাকরি করেছিল। তা হলে কি সেই রায় ভুল? আমার মনে হয় এটা কোনও গ্রাউন্ড হতে পারে না। ডিভিশন বেঞ্চের বিচার করার ক্ষমতা আছে, তারা যা ভাল মনে করেছে, করেছে। আমার কিছু বলার নেই। বিচারপতি হিসাবে আমি যা মনে করেছিলাম, বলেছিলাম।

-অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

### 'বিচারকে আমরা শ্রদ্ধা করি', উচ্ছ্বসিত মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বহাল ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি। এই রায়ে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার মালদহ সফর শেষে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'খুব ভালো হয়েছে। আমি খুব খুশি। প্রাথমিক শিক্ষকদের দিকটা এই যে মানবিক দিক থেকে দেখা হয়েছে, পরিবারগুলিকে বাঁচানো হয়েছে, আমি খুশি।' অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায় দেন। পরে অবশ্য বিচারপতি পদ থেকে আচমকা ইস্তফা দিয়ে রাজনীতির ময়দানে নয়া ইনিংস শুরু করেন। বর্তমানে বিজেপি সাংসদ তিনি। তৎকালীন বিচারপতি সম্পর্কে অবশ্য এদিন একটি শব্দও খরচ করতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী। বরং তিনি বলেন, 'আমার কারও সম্পর্কে কোনও কিছু বলার নেই। প্রাথমিক শিক্ষকরা সুবিচার পেয়েছেন, পরিবারগুলি সুরক্ষিত, তাতেই আমি খুশি।'

# বঙ্গের বিজেপির সাংসদদের লক্ষ্য বেঁধে দিলেন মোদী

**নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর:** বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া কার্যত ভোটের বাদ্যি বাজিয়ে দিয়েছে। এই আবহে বুধবার দিল্লির বৈঠকে বঙ্গ সাংসদদের 'টার্গেট বেঁধে' দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর বার্তা, ভোটে জেতা নিশ্চিত করতে বাংলায় লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যেভাবে বিজেপি বাংলায় সরকার ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে উন্নতি করেছে, সেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, 'আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নির্বাচনে জয়লাভ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলায় দলের অগ্রগতি হয়েছে। সেই গতি বজায় রাখতে হবে।'

সূত্র মারফত খবর, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মুখে ঘুরে ফিরে এসেছে এসআইআরের কথা। তিনি এমপিদের বলেছেন, এই প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকার 'শুদ্ধিকরণ' করা হচ্ছে। সেই বিষয়টি ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের বেশি করে প্রচার করতে হবে। যে প্রকল্পগুলির সুবিধা বাংলার জনগণ পাচ্ছেন না, তার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করে প্রচার করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে সেই কথা তুলে ধরার কথা বলেছেন তিনি। পাশাপাশি বুথ লেভেল সংগঠনে আরও বেশি জোর দেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

বৈঠকের পর দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, 'নির্বাচনের জন্য আমাদের নেতৃত্ব কাজ করেছে। বাংলায় আমরা বুথ লেভেলে বৈঠক শুরু করেছি। গতবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমাদের কাছে পুরো সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বুথ লেভেলে কিছু ভুল হয়েছিল। সেই ভুল আমরা এবার করবো না। দেখবেন আমাদের বড় বড় নেতারা বুথে গিয়ে বৈঠক করবেন।' জানা গিয়েছে, ৪৫ থেকে ৫০ মিনিটের এই বঙ্গ বিজেপির লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে খগেন মুর্মুর উপর হামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী খবর নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

### 'ভানুমতির খেল'

■ **রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের এসআইআর প্রক্রিয়ায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর অসঙ্গতি। এনিউমারেশন ফর্ম জমা পড়ার হার নিয়ে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের পাঠানো রিপোর্টে বিরাট অমিল ধরা পড়ায় স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। কমিশন রিপোর্ট তলব করার পর দিন দুয়েকের মধ্যেই চিত্র বদলে গেল নাটকীয় ভাবে। সোমবার রিপোর্ট চেয়েছিল কমিশন। মঙ্গলবার ডিইও-দের নতুন রিপোর্টে দেখা গেল, ২,২০৮ থেকে সংখ্যা সোজা নেমে এসেছে ৪৮০-তে । অর্থাৎ এতগুলো বুথে নাকি মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার নেই, সব ফর্মই জমা পড়েছে।**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

### 'বাদ পড়া'দের নাম তুলতে

# সহায়তা শিবির, সিদ্ধান্ত রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আগামী ১১ ডিসেম্বর ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপ শেষ হবে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু সেই দিন পর্যন্ত অপেক্ষা না-করে তার আগেই বাদ পড়তে চলা ভোটারদের জন্য নথি তৈরিতে ব্লকে ব্লকে শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার মালদহের গাজোলের জনসভা থেকে সেই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দলীয় সমাবেশের মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ''১২ ডিসেম্বর থেকে ব্লকে ব্লকে 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্প তৈরি হবে। সেখানে আপনারা যাবেন। যাঁর যা শংসাপত্র দরকার, সেখান থেকে নিয়ে নেবেন।'' এই কাজে দলের কর্মীদের সর্বাত্মক ভাবে মাঠে থাকার বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। কর্মীদের বলেছেন, নাওয়াখাওয়া ভুলে সেই কাজ করতে হবে।

মালদহ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা। এসআইআর পর্বে সেই জেলায় দাঁড়িয়ে মমতা সাধারণ মানুষকে অভয় দিতে চেয়েছেন। বুধবার ফের তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনও 'ডিটেনশন ক্যাম্প' তিনি করতে দেবেন না। বৃহস্পতিবার মমতার কর্মসূচি রয়েছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অন্য জেলা মুর্শিদাবাদে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় মানুষের হয়রানির প্রসঙ্গ তুলে মমতা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশেই এ সব হচ্ছে। তবে তিনি এ-ও দাবি করেছেন, কোনও কৌশল করেই তিনি এবং তাঁর দল বিজেপি-কে বাংলা দখল করতে দেবেন না। বিজেপি-কে 'ছারপোকা' বলেও কটাক্ষ করেন মমতা। তাঁর কথায়, 'এই ছারপোকাদের গণতান্ত্রিক ভাবে মারতে হবে।'

গাজোলের সভা থেকে বুধবার মমতা ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভোটের আগে তিনি নতুন কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ঘোষণা করতে পারেন। সভামঞ্চে তিনি তথ্য দিয়ে জানাচ্ছিলেন, কোন সামাজিক প্রকল্পে কত মানুষ সুবিধা পান। সেই সূত্রেই 'লদীর ভান্ডার'-এর কথা বলেন তিনি। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামী দিন হয়তো আরও কিছু করতে পারি। তবে এখন যেটা আছে, সেটাই বলছি!' মমতা জানিয়েছেন, ২০২১ সাল থেকে আগামী ভোট পর্যন্ত সময় ধরলে দেখা যাবে 'লদীর ভান্ডার' প্রকল্পে রাজ্যের সাধারণ শ্রেণিভুক্ত মহিলারা ৬০ হাজার টাকা পেয়েছেন। তপসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তেরা পেয়েছেন ৭৫ হাজার টাকা। বিহারে ভোটের আগে ১০ হাজার টাকা দেওয়াকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'আমিও অঙ্ক জানি। এখানে আমরা দিই। আর ওখানে ভোটের আগে ১০ হাজার, ভোটের পরে বুলডোজার!'

### 'ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না'

# আবার ওয়াকফ আশ্বাস মমতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে ফের সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদহের সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করলেন তিনি। সাফ জানিয়ে দেন, তিনি থাকতে এখানে কারও ওয়াকফ সম্পত্তিতে হাত দিতে দেবেন না। পাশাপাশি জানান, ওয়াকফ আইন রাজ্য নয়, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার করেছে। সংশোধিত ওয়াকফ বিল পাশ হয়ে, এখন তা আইনে পরিণত হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী, কোনও সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার শুধুমাত্র ওয়াকফ বোর্ডের হাতে থাকবে না। জেলাশাসক বা সেই পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এই আইন পাশ হতেই দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলার মুর্শিদাবাদও। তৃণমূল-সহ একাধিক রাজনৈতিক দল এই আইনের বিরোধিতা করে। সুপ্রিম কোর্টে এই আইন নিয়ে মামলাও হয়েছে। তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে। তা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায় একাংশের মধ্যে।

তাঁদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী মালদহের সভা থেকে বলেন, 'ওয়াকফ সম্পত্তি আইন আমরা না, কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। বিজেপি করেছে। আমরা বিধানসভায় এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করিয়েছি। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছে। সেই মামলা চলছে। তাছাড়াও আমরা যতদিন আছি এইসব জায়গায় হাত দিতে দেব না। কোনও ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না। আমি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না।' মানুষকে বিশ্বাস রাখার কথা বলেছেন তিনি।

এদিনের জনসভা মঞ্চে উঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নিত্য পরিবেশন করেন এবং আদিবাসীদের বাদ্যযন্ত্র ধামসা, মাদল বাজান। যদিও এদিনের এই জনসভাস্থলে ২০ হাজারেরও বেশি দলের কর্মী ও সমর্থকদের সমাগম হয়েছিল বলে দাবি করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

এই জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদার বন্যা ও ভাঙন নিয়ে আরও একবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দায়ী করেছেন। রাজ্যের একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সম্প্রতি রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলায় ২১০ টি মোবাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এক লক্ষ মানুষ পরিষেবা পেয়েছে। জেলা থেকে ব্লক স্তরে এই মোবাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্র রোগীদের পরিষেবা দিয়ে চলেছে। এখনও পর্যন্ত গোটা রাজ্যে প্রায় ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলারা লদীর ভান্ডার পাচ্ছেন। এক কোটিরও বেশি কন্যাশ্রী দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যসাথীতে যে পাঁচ লক্ষ টাকার সরকারিভাবে সহযোগিতার করা হয়েছে, তা অন্যান্য রাজ্যে নেই বললেই চলে। বরঞ্চ একটি রাজ্যে এককালীন মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে ভোট মিটতেই অন্যায়ভাবে বুলডোজার চালিয়ে মাঝেমধ্যেই ঘর বাড়ি ভেঙে ফেলছে। অথচ এরাজ্যে তৃণমূল সরকার মাসে এক হাজার করে হলেও বছরে ১২ হাজার এবং পাঁচ বছরের ষাট হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।'

# ছত্তিশগড়ে খতম ১২ মাওবাদী

**রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর: মাওবাদ বিরোধী অভিযানে ছত্তিশগড়ে ফের বড় সাফল্য। বুধবার বিজাপুর সিমানায় অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২ জন মাওবাদীর। পাশাপাশি শহিদ হয়েছেন এক জওয়ান।**

**জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সকালে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে নিরাপত্তাবাহিনী। দান্তেওয়াড়া- বিজাপুর সীমান্তবর্তী ভৈরামগড় এলাকার কেসাকুতুল জঙ্গলের বড় অংশ ঘিরে ফেলে শুরু হয় অভিযান। এই দলে ছিল ডিআরজি, এসটিএফ এবং কোবরা ব্যাটালিয়ন। এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি চলাকালীন পিছু হঠার জায়গা না পেরে অতর্কিতে হামলা চালায় মাওবাদীরা। এই হামলায় শহিদ হয়েছেন এক জওয়ান তিনি ডিআরজির সদস্য বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক জন। এই হামলার পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। দীর্ঘক্ষণ দু'পক্ষের গুলির লড়াই চলার পর এখনও পর্যন্ত ৫ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।**

# পঞ্চস্তরীয় নিরাপত্তাবলয়ে আজ ভারত সফরে পুতিন

**নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর:** ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত সফরে আসছেন পুতিন। দু'দিনের সফরে আজ ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তার আগে পুতিনের নিরাপত্তায় কোনও ছিদ্র রাখতে চাইছে না ভারত। রাশিয়ার বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরাপত্তারক্ষীদের পাশাপাশি রুশ প্রেসিডেন্টের প্রহরায় থাকছেন ভারতের এনএসজির শীর্ষ কমান্ডোরাও। সঙ্গে থাকছে স্নাইপার, ড্রোন, জ্যামার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নজরদারি।

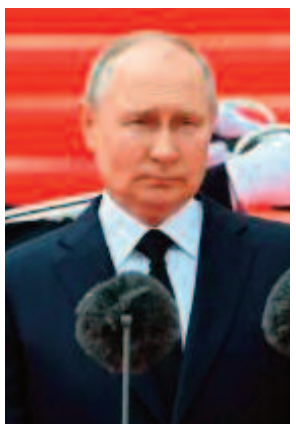

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে মোদীর সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করতে পারেন রুশ প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাগত জানানো হবে। শুক্রবার দুপুরে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করার কথা রয়েছে পুতিনের। তার পর হায়দরাবাদ হাউসে শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে অবতরণ করবেন তিনি। সে জন্য আগেভাগেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। রুশ প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের আগে পাঁচস্তরীয় নিরাপত্তাবলয় প্রস্তুত করা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, রাশিয়া থেকে জনাপঞ্চাশ শীর্ষ নিরাপত্তাকর্মী আগেই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। পুতিনের কনভয় যে সব পথ ধরে যাওয়ার কথা, সেগুলিতে দিল্লি পুলিশ এবং এনএসজি-র কর্তাদের সঙ্গে একবার টহল দিয়ে ফেলেছেন তাঁরা।

এ ছাড়াও, পুতিনের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ড্রোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্টের কনভয়ের উপর সর্বক্ষণ নজরদারি চালানোর জন্য খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। গোটা পথ জুড়ে বেশ কয়েক জন স্নাইপারকে মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়াও থাকছে জ্যামার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মনিটরিং এবং ফেশিয়াল রেকগনিশন ক্যামেরা।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ০২/১২/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৬ নং এফিডেভিট বলে Soumen Kumar Pal S/o. Sailendra Nath Pal ও Soumen Pal S/o. S. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## NOTICE

**IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT JUDGE PASCHIM MEDINIPUR**
**REF: J. MISC. CASE NO. 87/2024**

**MANJUBALA MANNA,** W/O-Late Lakshmi Kanta Manna, Resident of Vill-Majlishpur. P.O-Chhetua Rajnagar, P.S-Daspur, Dist- Paschim Medinipur, Pin-721211. ........**PETITIONER**

**TO WHOM IT MAY CONCERN**

WHEREAS, the Petitioner has filed the above noted **Misc. Case No. 87/2024** for permission to sell the schedule below property of minor **Subhajit Manna** before the Ld. District Judge, Paschim Medinipur.

WHEREAS if any person has any objection towards that permission, then he would appear before the Court of the Ld. District Judge, Paschim Medinipur in J.Misc. Case No. 87/2024 within 1 (One) Month from the publication of this notice and file objection to that effect. Unless the above noted Misc. Case be disposed off according to law.

**SCHEDULE LAND**

Dist- Paschim Medinipur, P.S- Daspur, J.L. No. 43. Mouza - Majlishpur, L.R. Khatian No. 533, Hal L.R. Khatian No. 636, Plot No. 258, Nature- Jal. Area - 06 Dec. out of 12 Dec. Southern Side.

**Bibhas Mondal (Sheristadar)**
District Judge's Court
Paschim Medinipur 2/12/25

## AFFIDAVIT

I, **Rashmi Jhunjhunwala** W/O Umang Kumar Jhunjhunwala and D/O Dilip Kumar Ganeriwala residing at 6/1A, Moira Street, 401, Mangaldeep, Kolkata-700017, W.B. do hereby declare vide affidavit filed before the Notary Police, Calcutta dated 02.12.2025 that my PAN Card and my father's PAN Card, my father's name is recorded as Dilip Kumar Ganeriwala which is the actual and correct name but in my Passport being No. U- 9259541, my father's name has been recorded as Dilip Ganeriwal inadvertently. Dilip Kumar Ganeriwala and Dilip Ganeriwal is the same and one identical person.

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল [illegible] উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-I B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Apurba Biswas, Advocate
DISTRICT JUDGE'S COURT, KRISHNAGAR, NADIA

## AFFIDAVIT

I **Rishi Kumar Ray** s/o Shiudhyan Ray r/o Nimpura Ward no 12 PO Nimpura PS Kharagpur(T) dist. Paschim Medinipur Pin 721304 shall henceforth be known as Rishi Kumar Rai s/o Shiudhyan Rai vide affidavit no N/22 dated 28.11. 25 before Notary public at Kharagpur Rishi Kumar Rai and Rishi Kumar Ray both are same one identical person.

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা শ্রী ইন্দ্রজিৎ দাস, পিতা শ্রী অজিত দাস, সাং ঝালদা ওয়ার্ড নং ২, পোঃ+থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা শ্রী সমীরন কুমার দাস, পিতা ৺রসরাজ দাস, সাং ঝালদা ওয়ার্ড নং ২, পোঃ+থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া। তাঁর নিজ নামিত রেকর্ডভুক্ত জমি ঝালদা মৌজার (JL No. 131), LR খাতা নং ৯৯০৭ হাল দাগ নং ৩৯৪ কানালী মাপ ৩৩ ডেঃ জমি বিক্রি করার জন্য Purulia D.S.R. অফিসের ২০২৪ সালের ১৪৩৬ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতা শ্রী ইন্দ্রজিৎ দাস, পিতা শ্রী অজিত দাস এর নিকট আমার মোক্কেল : - শ্রী অনিল চন্দ্র মাহাত, পিতা জয়রাম মাহাত, সাং-বড়গাঁতা, পোঃ-মাহাতমারা, থানা-ঝালদা, জেলা- পুরুলিয়া, Jhalda A.D.S.R. অফিসের ২০২৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ৩১৭৮ নং কোবালা দলিল মূলে LR খাতা নং ৯৯০৭, হাল দাগ নং ৩৯৪-এ কানালী, পরিমাণ ৬.৬৯ (ছিয় দশমিক ছয় নয়) ডেঃ জমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে D.S.R., Purulia ও B. L. & L. R. O Jhalda -I অফিসে যোগাযোগ করিবেন আন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa
Advocate, District Judge's Court, Purulia

---

আমি মহঃ আব্দুল সেলিম, পিতা আহম্মদ আলি, সাং+পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া 13 নং মোল্লাপাড়া মৌজায় 49 ও 4600, 4599, 4594, 4601 নং এল.আর খতিয়ানে এলাকাধীন 530 নং দাগে 8.25 ও 2 শতক সম্পত্তি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং 10-11-2023 ও 08-09-2021 তারিখে ADSR Nabadwip অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 3501 ও 2246 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে সাং- মোল্লাপাড়া, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী (1) আজহার সেখ, পিতা- ইছাহক সেখ (2) হজরত আলি সেখ (3) আয়ুব সেখ (4) ইউনাস সেখ (5) ইউসোব সেখ এদের সকলের পিতা মৃত মওলাদ সেখ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া অতপরঃ উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিগত ইং 10-11-2025 তারিখে A.D.S.R. Nabadwip অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 3466 নং দলিলমূলে দ্বারকানিতাই কনস্ট্রাকশন এবং ডেভলপার প্রাইভেট লিমিটেড, ডাইরেক্টর- গৌতম মন্ডল, সাং- গৌরনগর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর পক্ষে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি, উক্ত দলিল গ্রহীতা সম্পত্তটির নাম পরিবর্তন করিবেন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে। এই নাম পরিবর্তন করিতে যদি কোন ব্যক্তি / ব্যক্তিগনের অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি / তাঁহারা অতিস্বত্তর নবদ্বীপ বি.এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

---

আমি, মহঃ আব্দুল সেলিম, পিতা- আহম্মদ আলি, সাং- শ্রীমায়াপুর, পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, এলাকাধীন ১২ নং খাসিঘাটা মৌজায় 524, 504, 517 664 নং এল.আর খতিয়ানে 32, 42, 37, 38, 39 নং দাগে 0.73, 1.06, 0.71, 7.33, 0.40 0.07 শতক সম্পত্তি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং 06.05.2021, 17.03.2022 তারিখে A.D.S.R. Nabadwip অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 1282, 1286 ও 968 নং আমেমোক্তারনামা দলিল বলে, সাং- মোল্লাপাড়া, পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী সাহাদত সেখ ওরফে সাহাদত আলি, আমানত সেখ উভয়ের পিতা মৃত বরকত সেখ এবং নাসিমা বিবি, স্বামী- সাহাদত আলি এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া অতঃপর উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিগত 10-11-2025 অরিখে A.D.S.R. Nabadwip অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 3467 নং দলিল মূলে গৌড়া ট্রাস্ট, সাং- গৌরনগর, পো:-শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া এর পক্ষে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি, উক্ত দলিল গ্রহীতা সম্পত্তিটির নাম পরিবর্তন করিবেন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে। এই নাম পরিবর্তন করিতে যদি কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি/তাহারা অতিসত্বর নবদ্বীপ B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতঃদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী কৃষ্ণ দাস, পিতা- সুফল দাস, সাং- চড়ুইটিপি হালদারপাড়া, পোঃ- চড়ুইটিপি, থানা চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পিন ৭৪১১২৩।

বরাবর - শ্রীমত্যা যশবিন্দর কাউর ওরফে যশবিন্দ কাউর স্বামী মৃত হরদেব সিং, সাং- রাম কুমার মিত্র লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১।

গত ইংরাজী- ০৭.০৫.২০২৫ তারিখে ৯৪ নং গোবিন্দসড়ক মৌজার আর.এস. ৭৪৬ নং, এল. আর. ৮৯৪ নং দাগে ০১ শতক মধ্যে ০.৫০ শতক এবং আর.এস. ৭৬৫ নং, এল.আর, ৮৯৫ নং দাগে ০১.৫০ শতক মধ্যে ০.৭৫ শতক, একুনে মোট ০১.২৫ শতক জমি কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৮৯৫/২০২৫ নং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার বলে আজই গত ইংরাজী-১৭.১০.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৪৮৪/২০২৫ নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল-কে বিক্রয় করেন।

আমমোক্তার দাতা:- ১) শ্রীমতি স্মিত কাউর, স্বামী- গুরপীত সিং চানা, পিতা- মৃত হরদেব সিং, ২) শ্রী সুমন কাউর, পিতা- মৃত হরদেব সিং, উভয়ের সাং- রাম কুমার মিত্র লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১।

উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-I B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Apurba Biswas, Advocate
DISTRICT JUDGE'S COURT, KRISHNAGAR, NADIA

## পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স প্রথম ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৫ সালের এ.আর. এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৭০৯ অনুযায়ী ২৩.০০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল. আর. দাগ নং ও আর. এস. দাগ নং ৩৫৫ সংশ্লিষ্ট এল.আর.খতিয়ান নং ৩১১২এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা মোল্লারবের, জে.এল. নং ২২, থানা- ডানকুনিতে অবস্থিত। জমিটি শ্রীনুর নবীমোল্লা এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। যেহেতু, উক্ত শ্রীনুর নবীমোল্লা পূর্বে শ্রীসঞ্জয় রঞ্জন সাহা এর কাছ থেকে ২০১০ সালের হুগলি জনাইতে নিবন্ধিত দলিল নং ০৭০১০ অনুযায়ী জমিটি ক্রয় করেছেন এবং এই দলিলে তাঁর যথাযথ ভাবে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীমতি রাখী সাহা কর্তৃক এ.ডি এস.আর শিয়ালদহ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তারনামা পত্র নং ০০০৪২ সম্পাদিত হয়েছে।

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমিসংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০,১ এস/ ২২/ ২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.এবং এল.আর.ও, তে জানাতে হবে।

**(GANESH MANNA)**
**Advocate**
**High Court, Calcutta**
**WB/776/2003**

## পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স প্রথম ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৫ সালের এ.আর. এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৭১২ এবং ১২৭২০ অনুযায়ী ২০.০০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল.আর দাগ নং ও আর.এস দাগ নং ৩৫৭ সংশ্লিষ্ট এল.আব. . খতিয়ান নং ৩১০৯ এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা মোল্লারবের, জে.এল. নং ২২, থানা- ডানকুনিতে অবস্থিত। জমিটি শ্রীবরুন কুমার পাল এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এবং এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার নুরনবী মোল্লা কর্তৃক হুগলি জনাইতে নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৫৩১ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছা পূর্ন আবেদন এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০,১ এস/২২/ ২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এবং এল.আর.ও, তে জানাতে হবে।

**(GANESH MANNA)**
**Advocate**
**High Court, Calcutta**
**WB/776/2003**

## পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স প্রথম ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৫ সালেরএ.আর.এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৭১৮ অনুযায়ী ১৮.০০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল. আর. দাগ নং ও আর. এস. দাগ নং ৭১ সংশ্লিষ্ট এল. আর. খতিয়ান নং ৩০৮৫এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা মোল্লারবের, জে. এল. নং ২২, থানা- ডানকুনিতে অবস্থিত। জমিটি শ্রীপার্থ দস্তিদার ঘোষের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

যেহেতু, উক্ত শ্রীপার্থ দস্তিদার ঘোষ পূর্বে শ্রীমতি মধুরী রায় -এর কাছ থেকে ২০২৩ সালের এ.আর. এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ০৯২৬২ এবং ০৯২৬৯ অনুযায়ী জমি টি ক্রয় করেছেন এবং উভয় দলিলই তাঁর যথাযথ ভাবে নিযুক্ত আমমোক্তার নুরনবী মোল্লা কর্তৃক হুগলি জনাইতে নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৪৯৩ সম্পাদিত হয়েছে।

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তারাসার্কুলার নং ১০০০,১ এস/ ২২/ ২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এবং এল.আর. ও, তে জানাতে হবে।

**(GANESH MANNA)**
**Advocate**
**High Court, Calcutta**
**WB/776/2003**

## পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স প্রথম ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৫ সালের এ.আর.এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৭১৫ অনুযায়ী ২.০০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল. আর দাগ নং ও আর.এস দাগ নং ৩৫৭ সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৩১১১এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা মোল্লারবের, জে.এল. নং ২২, থানা- ডানকুনিতে অবস্থিত। জমিটি শ্রীসুবোধ কুমার দত্ত এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এবং এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার নুরনবী মোল্লা কর্তৃক হুগলি জনাইতে নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৫৪০ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০,১ এস/ ২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুরবি. এল. এবং এল. আর. ও, তে জানাতে হবে।

**(GANESH MANNA)**
**Advocate**
**High Court, Calcutta**
**WB/776/2003**

## পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স প্রথম ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড২০২৫ সালের এ.আর. এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৭১৬ অনুযায়ী ৮.০০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল.আর দাগ নং ও আর.এস. দাগ নং ৩৫৫ সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৩১১৪এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা মোল্লারবের, জে.এল. নং ২২, থানা- ডানকুনিতে অবস্থিত। জমিটি রানু রায়চৌধুরী এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এবং এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার নুরনবী মোল্লা কর্তৃক হুগলি জনাইতে নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তারনামা পত্র নং ০০৫৩৯ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০,১ এস/ ২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এবং এল. আর.ও, তে জানাতে হবে।

**(GANESH MANNA)**
**Advocate**
**High Court, Calcutta**
**WB/776/2003**

## বিজ্ঞপ্তি

**In the Court of District Delegate Paschim Medinipur**
**Ref:- Probate Case No- 39/2024**
**শ্রী প্রদীপ চৌধুরী ....... দরখাস্তকারী**
**vs**
**সুমীতা পাত্র .................. প্রতিপক্ষ**

এতদ্বারা সর্বসাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী প্রদীপ চৌধুরী** পিতা- ৺রাধাকান্ত দাস, (চৌধুরী) সাং- বল্লভপুর, থানা- কোতয়ালী, পোঃ- মেদিনীপুর জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর দরখাস্তকারী, অধীনের স্বর্গীয় মাতা **মৃনালিনী মাহাপাত্র ওরফে চৌধুরী দ্বারা সম্পাদিত রেজিষ্ট্রী উইল যাহার নম্বর ২৮ তারিখ ইংরেজি ৩১.০৮.১৯৯৪** উইলে উল্লেখিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির প্রবেট পাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত দরখাস্তকারী উক্ত আদালতে উক্ত নং প্রবেট মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **২৩.১২.২০২৫** তারিখে মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

**নিম্ন তপশীল সম্পত্তির বিবরনঃ-**

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, মৌজা- বল্লভপুর, জে.এল. নং- ১৮৩, খতিয়ান আর. এস. নং-১২০৩/১, দাগ নং-১৮৬৮ (নতুন) ১০৬৪/২৩৪৪ (পুরাতন) পরিমান- ০.০৪০০ একর, অপর খতিয়ান নং - ১২০৩/১, আর এস. দাগ নং- ১৮৬৭ (নতুন) ১০৬৪/২৩৪৫ (পুরাতন) পরিমান- ০.০১৪৯ একর, মোট পরিমান- ০.০৫৪৯ একর। উক্ত সম্পত্তির সর্বমোট মূল্য মবলগে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা হইতেছে। আদেশানুসারে

**কামরুন নেহার (সেরেস্তাদার)**
তাং-২৭/০৯/২০২৫.
জেলা ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর।

## পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স প্রথম ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৫ সালের এ.আর.এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৭১৩ এবং ১২৭১৭ অনুযায়ী ২৩.০০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল. আর. দাগ নং ও আর.এস দাগ নং ৩৫৭ সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৩১১০ এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা মোল্লারবের, জে.এল. নং ২২, থানা- ডানকুনিতে অবস্থিত। জমিটি শ্রীঅরুণ কুমার পাল এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এবং এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার নুরনবী মোল্লা কর্তৃক হুগলি জনাইতে নিবন্ধিত ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৫৩১ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০,১ এস/ ২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনোদাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এবং এল.আর.ও, তে জানাতে হবে।

**(GANESH MANNA)**
**Advocate**
**High Court, Calcutta**
**WB/776/2003**

## PUBLIC NOTICE

It is hereby notified publicly, that my client, **SMT. SONALI BANIK**, wife of SHRI BISWANATH BANIK, residing at 1793, MAHATMA GANDHI ROAD, P.O & P.S HARIDEBPUR, KOLKATA 700082, purchased a piece of Shali land, having L.R Dag No. 278 (same as R.S Dag No), L.R Khatian No. 458, R.S Khatian No. 436, Mouza Bakeshwar, J.L No. 083, Block Bishnupur-I, P.S Bishnupur, Dist – South Twenty-Four Parganas, vide deed of conveyance dated 18th March, 2010, recorded in Book No. I, CD Volume No. 8, Pages 1314 to 1331, Being No 02092 for the year 2010, registered at the office of D.S.R - IV, South 24-Parganas, from **Shri Mainak Das**, represented through his constituted attorney **SHRI BASUDEV DAS**, appointed vide registered General Power of Attorney, dated 19th January, 1998, recorded I Book No. IV, Volume No. 6, Pages 13 to 18, Being No. 3 for the year 1998, registered at the office of D.S.R - IV, South 24-Parganas, based on which he executed the sale of the said land parcel. Any objections to the aforesaid notice, has to be communicated to me within one month from the publication of this notice.

**KAUNISH GHOSH (ADVOCATE)**
Chamber & Residential Address:
115/1b, Sarat Ghosh Garden Road, Kolkata - 700031
Mobile No: 98308 37746, 89106 59051

## পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স প্রথম ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড ২০২৫ সালের এ.আর.এ-II কলকাতাতে নিবন্ধিত দলিল নং ১২৭১৯ অনুযায়ী ৩.৭০ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি আর. এস.দাগ নং ৩৫৯০, ৩৫৯৬ সংশ্লিষ্ট এল.আর দাগ নং ৩৮৬০, ৩৮৬৬ সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ২৫৬৬এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা পাঁচঘড়া, জে.এল. নং ৮০, থানা- চণ্ডীতলা, ডানকুনিতে অবস্থিত। জমিটি বীরেন্দ্র কুমার সাউ এর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এবং এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার পার্থ ঘোষদস্তিদার কর্তৃক হুগলি জনাইতে নিবন্ধিত ২০১১ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং০০৭৫১ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং১০০০,১ এস/ ২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চণ্ডীতলা-II বি. এল. এবং এল. আর.ও, তে জানাতে হবে।

**(GANESH MANNA)**
**Advocate**
**High Court, Calcutta**
**WB/776/2003**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,**
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,**
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,**
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি,**
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

## আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **১)শ্রী অলোক ঘোষ, ২)শ্রী দিলীপ ঘোষ ৩)চৈতালী দাস ওরফে চৈতালী ঘোষ ৪)মিতালী ঘোষ ৫)কাকলী ঘোষ ৬)শ্রীমত্যা আরতি ঘোষ ৭)শ্রাবনী ঘোষ ৮)শ্রীমত্যা কবিতা ঘোষ ৯)রুপা দাস ১০)শ্রী প্রদীপ ঘোষ ১১)শ্রী সুকুমার ঘোষ ১২)মিলু ঘোষ ১৩)শ্রী অনুপম ঘোষ,** ১-৫নং পিতা ৺রাধাকান্ত ঘোষ, ৬নং স্বামী ও ৭নং পিতা ৺জয়দেব ঘোষ, ৮নং স্বামী ও ৯নং পিতা ৺মহাদেব ঘোষ, ১০-১১নং পিতা ৺রাধাকান্ত ঘোষ, ১২নং পিতা ৺জয়দেব ঘোষ ১৩নং পিতা মহাদেব ঘোষ, সকলের সাকিম দক্ষিনপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৬/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-09577/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে এবং **শ্রীমত্যা আভা ঘোষ** স্বামী ৺সুকুমার ঘোষ, সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিনপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়া বিগত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-02127/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রশান্ত ধর**, পিতা শ্রী প্রানেশ ধর, সাকিম কাজিডাঙ্গা জোড়া অশ্বত্থতলা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও **তপশীল**-জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানসপুর, জে.এল. নং ৪, হাল এল.আর. ১৪৪৯, ১৪৫০, ১৪৫১, ১৪৫২, ১৪৫৩, ১৪৫৪, ১৪৫৫, ১৪৫৬, ১৪৫৭ ও ১৪৫৮ নং খতিয়ানে, আর.এস ১৯২ তথা এল.আর ৩২৩ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ১৬৭ শতক সম্পত্তির মধ্যে উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১২/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-03255/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অর্পণ সাহা চৌধুরী** পিতা শ্রী বাসুদেব সাহা চৌধুরী এবং **শ্রীমতী শ্রাবনী সাহা চৌধুরী** স্বামী শ্রী অর্পণ সাহা চৌধুরী, উভয়ের সাকিম ১০০/সি পার্ক স্ট্রীট, সার্কাস এ্যাভিনিউ, বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০১৭ মহাশয়/মহাশয়াকে ২ কাঠা সম্পত্তি এবং ২)I-03252/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রণব ধর** পিতা শ্রী হীরেন্দ্র ধর এবং শ্রীমতী অর্পিতা ধর, স্বামী শ্রী প্রণব ধর, উভয়ের সাকিম মানুষপুর যোগাশ্রম পাড়া, মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়/মহাশয়াকে ২ কাঠা ২ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী অর্পণ সাহা চৌধুরী** পিতা শ্রী বাসুদেব সাহা চৌধুরী, **২)শ্রীমতী শ্রাবনী সাহা চৌধুরী** স্বামী শ্রী অর্পণ সাহা চৌধুরী, **৩)শ্রী প্রণব ধর** পিতা শ্রী হীরেন্দ্র ধর এবং **৪)শ্রীমতী অর্পিতা ধর**, স্বামী শ্রী প্রণব ধর, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী




# আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ৪ ঠা ডিসেম্বর। ১৭ ই অগ্রহায়ণ। বৃহস্পতিবার। পুর্নিমা তিথি মুহূর্ত। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবির মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

**বৃষ রাশি :** পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

**কর্কট রাশি :** আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

**কন্যা রাশি :** পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

**তুলা রাশি :** প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

**ধনু রাশি :** সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

**মকর রাশি :** সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

**মীন রাশি :** কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

**(আজ অগ্রহায়ণি পুর্নিমা তিথি মুহূর্ত । তমলুকের সতী পীঠ মা বর্গভীমা মন্দিরে সপ্তশতী যজ্ঞ।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# বিমান চলাচলে বাধা, কলকাতা বিমানবন্দরের মসজিদ নিয়ে কড়া অবস্থান শমীক ভট্টাচার্যের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়ে নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের জবাব। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সম্প্রতি বিমানবন্দরের সেকেন্ডারি রানওয়ের ঠিক পাশে থাকা একটি মসজিদকে ঘিরে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তরেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে কেন্দ্র।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সেকেন্ডারি রানওয়ের সন্নিকটে অবস্থিত স্থাপনাটি বিমান চালনার স্বাভাবিক নিরাপত্তার পথে বাস্তবিকই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এর জেরে রানওয়ের থ্রেশহোল্ড ৮৮ মিটার পিছিয়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়েছে, যা বিমান ওঠানামার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা তৈরি করছে। কর্মকর্তাদের মতে, প্রাইমারি রানওয়েতে কোনও কারণে পরিষেবা ব্যাহত হলে সেকেন্ডারি রানওয়ের ওপর নির্ভর করতেই হয়। সেই পরিস্থিতিতে এই বাধার উপস্থিতি বিমান চলাচলের জরুরি ব্যবস্থাপনাকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, থ্রেশহোল্ড কমিয়ে দেওয়ায় ভারী বিমানের অবতরণ-উড্ডয়নের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। যদিও স্থাপনাটি সরানো বা পুনর্বিন্যাস করা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি কেন্দ্র।

শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, কলকাতা বিমানবন্দরের কর্মক্ষমতা এবং যাত্রীনিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই সমাধান দাবি করছিল। কেন্দ্রের এই জবাব সেই বিতর্ককে নতুন করে সামনে এনে দিল।



*হাসিনা সরকারের পতনের পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন অব্যাহত। বিশেষত সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিপীড়ন এবং পাকিস্তান ঘনিষ্ঠতার জন্য ভারত সরকারের কোপে পড়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন ইউনুস সরকার। এমত অবস্থায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে মরিয়া বাংলাদেশ। এরই অঙ্গ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় নাগরিকদের পূর্বপুরুষের ভিটেয় সফরের জন্য বিশেষ সুবিধা দেবে বলে ঘোষণা করেছে। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ জানিয়েছেন, দু'দেশের সম্পর্ক মধুর রাখতে অন্তর্বর্তী সরকার বদ্ধপরিকর। কলকাতায় বণিক সভা মার্চেন্ট চেম্বার কমার্স আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে অংশ নিয়ে হামিদুল্লাহ বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে খাঁটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। চিকিৎসা, শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্র মিলিয়ে বর্তমানে দুই দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক আদানপ্রদান ২৫ থেকে ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। তাঁর মতে, দুই দেশের বন্দর এবং লজিস্টিক পরিকাঠামোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাণিজ্যিক আদান, প্রদানও বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি শিগগিরই দিল্লিতে ইন্দো বাংলাদেশ যৌথভাবে 'বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজনের পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন।*

# দমদম ক্যান্টনমেন্টে মেট্রোর নতুন দিশা, উত্তর ২৪ পরগনার যাত্রীদের যাতায়াতে স্বস্তির হাওয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম:** বনগাঁ, হাসনাবাদ, হাবড়া ও বারাসাতগামী হাজারো যাত্রীর যাতায়াতকে আরও সহজ করতে দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশন এখন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এখান থেকে যাত্রীরা অল্প সময়ে আরামে কর্মস্থল ও বাড়ির পথে যাতায়াত করতে পারছেন, যা কয়েক বছর আগেও ভাবা যায়নি। বনগাঁ লোকালের সূচনা এবং হাসনাবাদ, বারাসাত লোকালের সম্প্রসারণ দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত হওয়ায় এখন উপনগরীয় যাত্রীদের জন্য ইয়েলো লাইনের সুবিধা আরও বাড়ছে।

গত অগস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্বোধনে নোয়াপাড়া, জয়হিন্দ বিমানবন্দর ইয়েলো লাইনের যাত্রা শুরুর পর থেকেই বিমানযাত্রীদের ভ্রমণ সহজ হয়েছে। সঙ্গে গুরুত্ব বেড়েছে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনেরও। সকাল, সন্ধের ব্যস্ত সময়ে এই স্টেশন হয়ে উঠেছে শহরে প্রবেশের নতুন দরজা। এখানে নেমে ইস্টার্ন রেলওয়ের বনগাঁ ও বারাসাত লোকাল ধরতে পারছেন যাত্রীরা, ফলে সময় ও খরচ দুটোই কমছে।

৪ ডিসেম্বর থেকে সুবিধা আরও বাড়ছে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে নতুন বনগাঁ লোকাল ছাড়বে রাত ৮ টা ৫ মিনিটে, এবং হাসনাবাদ, বারাসাত লোকাল সম্প্রসারিত হয়ে পৌঁছবে রাত ৭ টা ৫১ মিনিটে। এছাড়া কম ভিড়ের বনগাঁ লোকাল বর্তমানে ছাড়ে সন্ধ্যা ৬ টা ৩৭ মিনিটে। যাত্রীদের বাড়তি ভিড় সামলাতে মেট্রো কর্তৃপক্ষও প্রস্তুতি নিচ্ছে, যাতে প্রতিদিনের যাতায়াত আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।

# আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস

**কলকাতা ৩ ডিসেম্বর:** ইউকো ব্যাংকের কলকাতার হেড অফিসে পালন করা হল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অশ্বিনী কুমার। এদিন ব্যাংকের পক্ষ থেকে দৃষ্টিহীন গ্রাহকদের জন্য এটিএম ও ডেবিট কার্ড লঞ্চ করা হয়, এছাড়া সম্পর্ক ২.০ একটি ভয়েস সমৃদ্ধ একটি মাধ্যম লঞ্চ করা হয় যা দৃষ্টিহীন গ্রাহকদের ব্যাংক পরিষেবা সহজতর হবে। এছাড়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গ্রাহকদের বেশ কয়েকটি সুবিধাও ঘোষণা করা হয়।

# শিয়ালদহ বিভাগে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, আজ রাতে ট্রেন চলাচলে বড় পরিবর্তন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ:** শিয়ালদহ, বিধাননগর রোড স্টেশনের মাঝে ব্রিজ নম্বর ১-এ নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আজ রাত থেকে ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হচ্ছে। পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ ৪ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে আগামীকাল ৫ ডিসেম্বর ভোর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মোট ২২৫ মিনিট লাইন নম্বর ৫ বন্ধ থাকবে। এর ফলে ট্রেন চলাচলে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

আজ দুটি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে; শিয়ালদহ, নৈহাটি লোকাল (৩১৪৪৭) এবং নৈহাটি,শিয়ালদহ লোকাল (৩১৪৫০)।

কয়েকটি ট্রেন আংশিকভাবে চলবে। শান্তিপুর, শিয়ালদহ লোকাল (৩১৫৪২) আজ ব্যারাকপুরেই থেমে যাবে। আর কাল ভোরে শিয়ালদহ, শান্তিপুর লোকাল (৩১৫১১) ব্যারাকপুর থেকে যাত্রা শুরু করবে। উত্তর ২৪ পরগনার রুটে বড় পরিবর্তন হল; বনগাঁ, শিয়ালদহ লোকাল (৩৩৮৫৮) আজ দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত চলবে। আর আগামীকাল শিয়ালদহ, বনগাঁ লোকাল (৩৩৮১৫) দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকেই ছাড়বে। এছাড়া আগামীকাল শিয়ালদহ, লালগোলা প্যাসেঞ্জার (৫৩১৭১) নির্ধারিত সময় সকাল ৩টা ৪৫ মিনিটের বদলে সকাল ৪টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

## বেকারত্ব পরিসংখ্যান নিয়ে তরজা

■ **কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের সাম্প্রতিক 'পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে' রিপোর্ট প্রকাশের পর দেশের বেকারত্ব নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা গোপন রাখা হয়। তাঁর কথায়, ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের গল্প শোনানো হয়। বাস্তবে তৃণমূল সরকারের আমলে নতুন কোনও শিল্প স্থাপন হয়নি, বরং বিদ্যমান বড় শিল্প কারখানাগুলি একে একে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। কর্মসংস্থান নিয়ে মন্তব্য করার মতো নৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার এই সরকারের নেই। তিনি আরও দাবি করেন, গত দেড় দশকে রাজ্য সরকার প্রায় পাঁচ লক্ষ সরকারি শূন্যপদ 'ধ্বংস' করেছে, এবং অবশিষ্ট নিয়োগকে খোলা বাজারে আলু-পটলের মতো বিক্রি করেছে। এদিকে, কেন্দ্রীয় পিএলএফএস রিপোর্ট বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সি যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের হার ১০.২ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি দশজন যুবকের মধ্যে অন্তত এক জন কাজহীন। যদিও ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের ১৫ শতাংশ থেকে এই হার কিছুটা কমেছে বলে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানেই উল্লেখ রয়েছে। রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে; শহরে মহিলাদের বেকারত্বের হার ৭.১ শতাংশ, গ্রামে যা নেমে যায় ২.১ শতাংশে।**

## সিইও দপ্তরে অভিযানের ডাক

■ **রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে আজ অভিযানের ডাক দিয়েছে 'বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ'। তবে এই সংগঠন আদৌ কতজন প্রকৃত বিএলওকে প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক মহলের দাবি, এই মঞ্চ আসলে তৃণমূল কংগ্রেস-সমর্থিত একটি সংগঠন, যা মাঠপর্যায়ের কর্মীদের নামে রাজনৈতিক চাপ তৈরির চেষ্টা করছে। গত নয়দিন ধরে সিইও দপ্তরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে আসা এই সংগঠনের তরফে বাপ্পাদিত্য গুহ অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের তৎপরতার অভাবে বহু মাঠপর্যায়ের কর্মী মারা গেছেন। তাঁর দাবি, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি, এমনকী মৌলিক সুবিধাও নাকি বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতাকে বিনা অপেক্ষায় সাক্ষাৎ দেওয়া নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। সংগঠনের আরেক সদস্য তনুশ্রী মোদক চট্টোপাধ্যায় বলেন, এনুমারেশন ফর্ম রাতারাতি আপলোডের নির্দেশে চাপ আরও বেড়েছে। সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে তিনি আইওয়াশ বলে আখ্যা দেন।**

## পালিত বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

■ **বরানগর বনহুগলিতে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসএবিলিটিস প্রতিষ্ঠান। যাকে সংক্ষেপে বলা হল এনআইএলডি। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে এই বিশেষ দিনটি বুধবার ঘটা করেই পালিত হল এনআইএলডি-র ক্যাম্পাসে। এদিন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের হাতে গড়া হস্তশিল্পের প্রদর্শনও করা হয়। উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে ২০ জন প্রতিবন্ধী ভাই বোনেকে চলাফেরার জন্য ইলেকট্রিক চালিত গাড়ি প্রদান করা হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিকে পুরস্কৃত করা হয়। এনআইএলডি-র ডিরেক্টর ললিত নারায়ণ বলেন, ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস গোটা বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিজ্ঞান ভবনে এই বিশেষ দিনটি ঘটা করেই উদযাপিত হচ্ছে। বনহুগলি ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৩০০ জন কঁচিকাঁচা অংশ নিয়েছিল।**

# বাবার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, লরির চাকা পিষল পড়ুয়াকে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মানিকতলা:** বুধবার সাতসকালে বেঙ্গল কেমিক্যালের সামনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ফের একবার শহর কলকাতায় দুর্ঘটনার শিকার স্কুলপড়ুয়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাবার সঙ্গে স্কুটারে চেপে স্কুলে যাচ্ছিল ছাত্র, আচমকা পিছন থেকে একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারে। আহত বিধাননগর মিউনিসিপাল স্কুলের পড়ুয়া ও তার বাবা। এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে লরির চালককে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে মানিকতলার কাছে বেঙ্গল কেমিক্যালস মোড়ে। বাবার সঙ্গে বাইকে চেপে স্কুলে যাচ্ছিল বছর ১২-র কিশোর। আচমকা পিছন থেকে একটি লরি ধাক্কা মারে স্কুটারে। রাস্তায় ছিটকে পড়ে পড়ুয়া, তার পরেই লরির চাকা

পিষে দেয় স্কুলপড়ুয়াকে। আহত পড়ুয়াকে উদ্ধার করে বাইপাসের ধারে এক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা অঞ্চল। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফুলবাগান থানার পুলিশ। স্থানীয়েরা ঘাতক লরির চালককে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অভিযোগ, লরির ধাক্কায় পড়ুয়া স্কুটার থেকে ছিটকে পড়ে গেলেও লরিটি না থামিয়ে এগিয়ে যান চালক। তখনই লরির চাকার তলায় চলে আসে সে। গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ুয়া ও তাঁর বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে। অন্যদিকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঠাকুরপুকুর থানার অন্তর্গত কদমতলা এলাকায়। বুধবার সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেপরোয়া গতিতে দুটি বাইক ও একটি চারচাকা গাড়িতে ধাক্কা মারে এক্সপ্রেস বাস।

জানা যায়, বাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন বাইক চালকরা। তাঁদের মধ্যে একজনের পায়ের ওপর দিয়েই গড়িয়ে যায় বাসের চাকা। দুর্ঘটনার জেরে তাঁর একটি পা বাদ দিতে হয়। আহতরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বাস চালককে আটক করে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# এনুমারেশন ফর্মে 'ভানুমতির খেল'

## প্রশ্নের মুখে এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের এসআইআর প্রক্রিয়ায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর অসঙ্গতি। এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ার হার নিয়ে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের পাঠানো রিপোর্টে বিরাট অমিল ধরা পড়ায় স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। গত সপ্তাহেই ডিইও-দের তরফে কমিশনে জানানো হয়েছিল, রাজ্যের ২,২০৮টি বুথে গত এক বছরে একজন ভোটারও মারা যাননি, কেউ স্থানান্তরিত হননি, নিখোঁজ হননি, কিংবা কারও নাম একাধিক জায়গায় নেই। ওই সব বুথে বিএলওদের বিলি করা সমস্ত ফর্মই নাকি পূরণ হয়ে জমা পড়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো বিশাল প্রক্রিয়ায় এমন ১০০ শতাংশ ফর্ম প্রত্যাবর্তন দেখে বিস্মিত হয় কমিশন।

কমিশন রিপোর্ট তলব করার পর দিন দু'য়েকের মধ্যেই চিত্র বদলে গেল নাটকীয়ভাবে। সোমবার রিপোর্ট চেয়েছিল কমিশন। মঙ্গলবার ডিইও-দের নতুন রিপোর্টে দেখা গেল, ২,২০৮ থেকে সংখ্যা সোজা নেমে এসেছে ৪৮০-তে। অর্থাৎ এতগুলো বুথে নাকি মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার নেই, সব ফর্মই জমা পড়েছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বুধবার সন্ধ্যায়

জেলা কর্তাদের কাছ থেকে আসা সর্বশেষ রিপোর্টে ধরা পড়ল আরও বড় পতন; ৪৮০ থেকে সরাসরি নেমে এল মাত্র ২৯-এ। অর্থাৎ রাজ্যের মাত্র ২৯টি বুথে ১০০ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়েছে, যেখানে কোনও ভোটার মৃত, স্থানান্তরিত বা অনুপস্থিত নেই।

জেলার হিসেবে দেখা যাচ্ছে; দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সর্বাধিক ২০টি বুথ, মালদায় ৪টি, পুরুলিয়ায় ২টি, জলপাইগুড়ি, হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ১টি করে বুথে ১০০ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়েছে। তাহলে আগে যে ২, ২০৮টি বুথে 'একটিও মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার নেই' বলা হয়েছিল, সেই তালিকা এত দ্রুত কীভাবে সঙ্কুচিত হল? ভোটার তালিকার মতো একটি সংবেদনশীল প্রক্রিয়ায় রিপোর্টের এমন পরস্পরবিরোধী উপস্থাপনা নিয়ে কমিশনের অন্দরে তীব্র প্রশ্ন উঠেছে। কমিশনের এক শীর্ষকর্তা জানান, এত বড় অমিল অগ্রহণযোগ্য। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকেই স্পষ্ট, মাঠপর্যায়ে রিপোর্ট তৈরিতে গুরুতর গলদ হয়েছে। রাজনৈতিক মহল বলছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে ভোটার তালিকার চূড়ান্ত সংস্কার করা হয়। সেখানে মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার শনাক্তকরণে এমন নাটকীয় সংখ্যা বদল প্রশাসনিক পর্যায়ের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই আঘাত করছে। এখন কমিশনের নজর ডিইও-দের ব্যাখ্যা, এবং কীভাবে এমন ফারাক তৈরি হল তার কারণ অনুসন্ধানে। রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই।

## নতুন এসএসসির পরীক্ষা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি আদালতের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নতুন করে এসএসসি যে পরীক্ষা নিচ্ছে, তার ভবিষ্যত নিয়েও অনিশ্চয়তা প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের। এর আগেও এসএসসির নতুন নিয়োগ পরীক্ষা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এই পরীক্ষার ভবিষ্যত কেউ জানে না বলেও মন্তব্য করেছিলেন বিচারপতি। আর এবার বড় নির্দেশ দিল কোর্ট।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় হাইকোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করে দেয়। এরপর শীর্ষ আদালতও সেই রায় বহাল রাখে। এরপর এসএসসি নতুন করে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেয়। এই নতুন পরীক্ষার বৈধতা নিয়েও মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বুধবারের শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, মেধার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়ার বিষয়টি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। তিনি মন্তব্য করেন, নতুন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পেলেও প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে মামলার রায়ের ওপর। সুপ্রিম কোর্টও শুনানির সময় জানিয়েছিল, তারা কখনও বলেনি যে নতুন পরীক্ষায় ফ্রেশারদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আদালতের মূল নির্দেশ ছিল, কোনও অযোগ্য পরীক্ষার্থী যেন পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারে। একইসঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এ নির্দেশও দেওয়া হয়, পরীক্ষা যেন দুর্নীতিমুক্ত হয়। সঙ্গে এও নির্দেশ ছিল যোগ্য প্রার্থীরা যেন কোনও সমস্যায় না পড়েন।

এদিকে এই নতুন পরীক্ষায় পুরনো প্রার্থীদের পাশাপাশি নবাগতরাও অংশ নেন। তবে ভেরিফিকেশনে দেখা যায়, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেওয়া অতিরিক্ত ১০ নম্বরের কারণে নবাগতরা ডাক পাননি। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আরও প্রশ্ন ওঠে। এদিকে এদিনের হাইকোর্টের নির্দেশে স্পষ্ট হয়েছে, মামলার রায় না আসা পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কমিশনকে পরীক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানাতে হবে।

## অটো রাখা নিয়ে বচসা, সিঁথি থানা এলাকায় চলল গুলি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম:** কলকাতা শহরে ফের গুলির শব্দে কেঁপে উঠল সিঁথি থানা এলাকা। মঙ্গলবার রাতে সিঁথি থানার সেভেন ট্যাঙ্ক এলাকায় অটো সরানো নিয়ে শুরু হওয়া বচসা মুহূর্তে রূপ নেয় চাঞ্চল্যে। অভিযোগ, এক অটোচালক হঠাৎই পকেট থেকে বন্দুক বের করে শূন্যে গুলি চালান। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গুলি চালিয়ে অভিযুক্তরা বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে পালিয়ে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ বিকাশের স্ত্রীকে আটক করেছে। প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এর পিছনে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জটিলতা থাকতে পারে।

তবে এটিই প্রথম নয়। এরও আগে বরানগরে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে দোকানে ঢুকে গুলি করে খুনের

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় উঠে এল বেশ কয়েকটি প্রশ্ন। যেমন জল্পনা শুরু হয়েছে, অটোচালকের কাছে বন্দুক এল কোথা থেকে বা তিনি কোনও গ্যাং-এর সঙ্গে যুক্ত কিনা তা নিয়েও।

এর আগে বরানগরে গুলি চালনার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। পরিবহণ কর্মী বিকাশ মজুমদারকে লক্ষ্য করে বাইকে আসা দুই যুবক গুলি চালায় বলে অভিযোগ। অভিযোগ ওঠে। একের পর এক গুলি চালনার ঘটনায় সিঁথি ও বরানগর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার রাতের ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

তবে এদিনের রাতের এই ঘটনার পাশাপাশি উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে ধারাবাহিক গুলি চালনার ঘটনা পুলিশের ভূমিকা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল।

## বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা, ধৃত যুবক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর:** পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল সন্দীপন গড়াই নামের এক যুবককে। অভিযোগ, তিনি এক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন সহবাস করেছেন। শুধু তাই নয়, এই সহবাসের সুযোগে তরুণীর কাছ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার গয়না ও নগদ অর্থ হাতিয়েও নিয়েছেন।

সূত্রে খবর, প্রায় এক বছর আগে পূর্ব যাদবপুরের বাসিন্দা ওই তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয় সন্দীপনের। নিজেকে একজন ইভেন্ট ম্যানেজার হিসেবে পরিচয় দেন তিনি। ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পর্ক গভীর হয় এবং দু'জন একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। অভিযোগ, এই সময় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনের পর দিন সহবাস করেন সন্দীপন।

এদিকে তরুণীর দাবি, সহবাস চলাকালীন সন্দীপন তাঁর কাছ থেকে একাধিক গয়না ও নগদ অর্থ নেন। সম্প্রতি তাঁদের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। তরুণী তখন অভিযুক্তের কাছে সমস্ত গয়না ও নগদ ফেরত চান। কিন্তু সন্দীপন কোনও কর্ণপাত করেননি। বারবার জানানো সত্ত্বেও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। উপায় না পেয়ে অবশেষে তরুণী পূর্ব যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় সন্দীপনকে। পুলিশ জানিয়েছে, এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। এমনকী বিধাননগর থানাতেও মামলা রয়েছে বলে দাবি। এরপর বুধবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়। আদালতে তরুণীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অর্ঘ ঘোষ, রুদ্র ঘোষ এবং পীযূষ দে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তকে দফায় দফায় জেরা করা হচ্ছে এবং আগের মামলাগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কেরামতি... শোভাবাজারে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

## আখতার আলিকে সমন পাঠানোর নির্দেশ আদালতের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আখতার আলিকে সমন পাঠানোর নির্দেশ আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতের। তাঁকে আগামী ১৬ ডিসেম্বর সমন পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ প্রথম প্রকাশ্যে আনেন প্রাক্তন ডেপুটি সুপার (নন মেডিক্যাল) আখতার আলি। তিনি ২০২৩ সালে রাজ্য ভিজিল্যান্স কমিশনে লিখিত অভিযোগ জমা দেন, যেখানে মোট ১৫টি অনিয়মের কথা উল্লেখ ছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় এবং পরে বিষয়টি আদালতে পৌঁছয়।

এরপর কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। তদন্তে নেমে সিবিআইয়ের তরফ থেকে ধাপে ধাপে তদন্ত চালিয়ে প্রাথমিক চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। সম্প্রতি তারা অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিয়েছে, যা আদালতে চূড়ান্ত চার্জশিট হিসেবে গৃহীত হয়েছে। চার্জশিটে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই চার্জশিটের ভিত্তিতেই অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ হবে।

প্রসঙ্গত, যিনি প্রথমে অভিযোগকারী ছিলেন, এখন তাঁর নামও চার্জশিটে উঠে এসেছে। এর পাশাপাশি পেশায় ঠিকাদার, আখতারের বন্ধু হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, যে আদালতের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগামী ১৬ ডিসেম্বর তাঁদের সমন পাঠানো হবে। আর এই শেষ আদালত সমন জারি করেছে আখতার আলি ও শশীকান্ত চন্দকের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সাক্ষ্য গ্রহণ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সূত্রে খবর, বাকি প্রক্রিয়া শেষ হলে একসঙ্গে সাক্ষ্য গ্রহণ হবে।

প্রসঙ্গত, আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে আখতার আলি প্রথমে টালা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৪ সালের ৯ অগস্ট আরজি করের এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা সামনে আসার পর দুর্নীতির অভিযোগ নতুন করে আলোচনায় আসে।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, সিবিআইয়ের চূড়ান্ত চার্জশিট জমা পড়ায় তদন্ত আপাতত শেষ পর্যায়ে। এরপর আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ হবে। মামলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সাক্ষ্য গ্রহণ ও আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর।

## ওসির সাড়া না পেয়ে উষ্মা প্রকাশ কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে বারংবার কড়া বার্তা দিচ্ছেন। অথচ জমি মাফিয়ারা মুখ্যমন্ত্রীর সেই হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা করেই বহাল তবিয়তে ভরাটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। খড়দা বিধানসভা কেন্দ্রের বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দোপেড়ে এলাকায় রাতের অন্ধকারে দু'বিঘে আয়তনের জলাশয় মাটি ফেলে ভরাট করার অভিযোগ উঠেছিল পুকুর ভরাটের খবর পেয়ে রহড়া থানার ওসিকে তিনি ফোন করেছিলেন। কিন্তু উনি ফোন ধরেননি। হয়তো উনি রক্তদান শিবিরে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু উনি পুলিশ পাঠাতে পারতেন। বাধ্য হয়ে তিনি পুলিশ কমিশনারকে ফোন করেন। পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট রুখতে কৃষিমন্ত্রীর পরামর্শ, সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনমত তৈরি করতে হবে। জনমতের চাপে এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ রোখা সম্ভব

জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা জলাশয় ভরাটের কাজ আটকে দেন। সেইসঙ্গে তাঁরা জেসিবি এবং গাড়ি আটক করেন। এদিন বেলায় পুকুর ভরাটের স্থান পরিদর্শনে যান রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী তথা খড়দা কেন্দ্রের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, হবে। দোপেড়ে অঞ্চলের জলাশয় ভরাট নিয়ে তাঁর মন্তব্য, জলাশয়টিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে তিনি পুলিশ কমিশনারকে বলবেন। অপরদিকে পঞ্চায়েত প্রধান নন্দরানি বিশ্বাস বলেন, দু'বিঘে আয়তনের জলাশয়টির কিছুটা অংশ ভরাট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু খবর পেতেই তাঁরা জলাশয় ভরাটের কাজ রুখে দিয়েছেন। তবে ভরাট হয়ে যাওয়া অংশ ফের খনন করা হবে।

# প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বহালের রায়ে স্বস্তিতে মানিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গের বহুল আলোচিত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই মামলার শুনানির সময় এক ঐতিহাসিক নির্দেশ দেন। তিনি প্রায় ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের আদেশ দেন। তাঁর যুক্তি ছিল, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি ঘটেছে।

এই সময় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ওঠার পর তাঁকে ইডি গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে আদালতে হাজির হতে বলেন এবং প্রেসিডেন্সি জেল থেকে তড়িঘড়ি তাঁকে আদালতে আনা হয়। এরপর দীর্ঘকাল মামলা চলার পর বাড়তে থাকে জটিলতাও। অবশেষে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আগের নির্দেশ খারিজ করে দেয়। আদালত জানায়, চাকরি বাতিলের আগের রায় ছিল অমানবিক ও বিবেচনাহীন। ফলে ৩২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বহাল থাকবে। আদালতের এই রায় শিক্ষকদের জন্য এক বিশাল স্বস্তি এনে দেয়।

রায় ঘোষণার পর মানিক ভট্টাচার্য আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, 'গাছেরও পাতা ঝরে, আবার নতুন কিশলয় আসে।' একইসঙ্গে তাঁর দাবি, এই রায় প্রমাণ করেছে যে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার জয় হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কষ্ট; সবই আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এখন প্রমাণিত হল, অভিযোগগুলো ছিল ভিত্তিহীন ও মনগড়া।'

পাশাপাশি মানিকের সংযোজন, আদালত আগের রায়কে অমানবিক ও অবিবেচক। আগের রায়ে মানিক ভট্টাচার্যের ওপর ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল। ২ লক্ষ ও ৫ লক্ষ মিলিয়ে। তবে তিনি সেই জরিমানা দেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর দেশ-বিদেশে থাকা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে এদিনের এই রায় শুধু শিক্ষকদের চাকরি রক্ষা করল না, বরং মামলার দীর্ঘ লড়াইয়ে এক নতুন অধ্যায় খুলে দিল।

## সম্পাদকীয়

# আজ ভারতে আসছেন পুতিন, আসার আগে দিলেন সহযোগিতার বার্তা, আশায় নয়াদিল্লি

আজ বৃহস্পতিবার দু'দিনের ভারত সফরে আসছেন রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন।ভারতের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতাই তাঁর লক্ষ্য বলে নয়াদিল্লি আসার আগে বার্তা দিয়েছেন তিনি। দিল্লি সফরে দু'দেশের বাণিজ্য-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হবে। তার আগে মঙ্গলবার মস্কোয় এক বাণিজ্য সম্মেলনে পুতিন বলেন, শিল্প, জ্বালানি, মহাকাশ, কৃষি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নয়াদিল্লি ও বেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা খুবই প্রয়োজন। রাশিয়া ভারত ও চিনের সঙ্গে সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত বিষয়কে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই দুই দেশের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ প্রকল্প করার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্ব দেন। চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও তিনি এই সব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারত সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও এই সব বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করবেন তিনি। এই সফরে রুশ রাষ্ট্রপতি ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন।তাঁর সফর উপলক্ষে নয়াদিল্লির প্রশাসনিক মহলে গত কয়েকদিন ধরে এখন সাজ সাজ রব। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ দেশে পা রাখবার আগে মঙ্গলবার ভারতের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক চুক্তিতে অনুমোদন দিয়েছে রুশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা স্টেট ডুমা। দু'দেশের মধ্যে লজিস্টিক সাহায্যের আদানপ্রদানের জন্য গত ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির নাম 'রেসিপ্রোকাল এক্সচেঞ্জ অফ লজিস্টিক সাপোর্ট', সংক্ষেপে আরইএলওএস। দু'দেশের সামরিক সহযোগিতার দিক থেকে এই চুক্তি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গত সপ্তাহেই এই চুক্তি অনুমোদনের জন্য রুশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে পাঠান সে দেশের প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার তাতে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে ডুমা। পুতিন আসার আগে এই পদক্ষেপকে যথেষ্ট ইতিবাচক বলেই মনে করছে নয়াদিল্লি। সাম্প্রতিক কালে রুশ তেল কেনা নিয়ে মার্কিন শুল্ক হুমকির জেরে কিছুটা চাপে মোদি প্রশাসন। এই আবহে পুরনো বন্ধু রাশিয়ার দিক থেকে কতটা ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে নয়াদিল্লি।

## শব্দছক ৩

রবি দাস

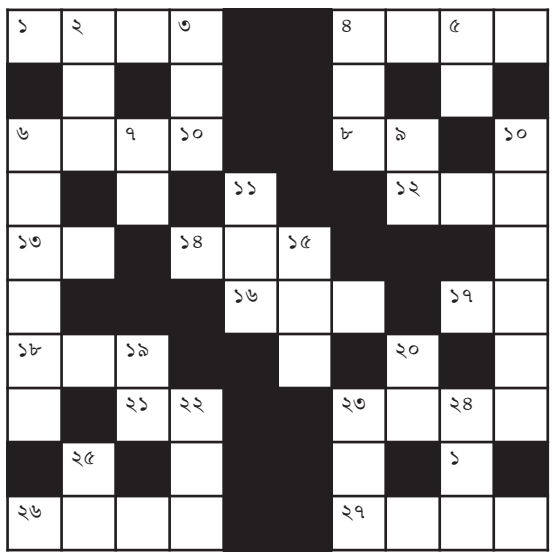

**পাশাপাশি:** ১. অনিমন্ত্রিত ৪. জ্বালানো অবস্থা ৬. মঙ্গল উপদেশ ৮. মৌ ১২. কারণ ১৩. দীর্ঘ ১৪. বনে জাত ১৬. শহর ১৭. শিশির ১৮. ভর ২১. কণ্ঠ ২৩. মহা সমারোহ ২৬. বারংবার ২৭. ছবি আঁকিয়ে

**ওপর-নিচ:** ২. ক্ষৌরকার ৩. নৌকা ৪. শুরু ৫. প্রাপ্তি ইচ্ছা ৬. হিমজনিত ৭. অনুগত ৯. সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড ১০. বেজায় ১১. মুখমণ্ডল ১৫. বিশ্ব ১৯. পাহাড় ২০. ভালোবাসা ২২. ঘুড়ির সুতো গোটানো হয় যাতে ২৩. ধুনোদানপাত্র ২৪. ধারণকারী ২৫. পুস্তক

**সমাধান ২ — পাশাপাশি:** ১. দীপ ২. অবিকার ৫. কবি ৭. তাত ৮. তাল ১০. পানরত ১১. শোধ ১৩. বরদ ১৪. লাজুক ১৫. সঙ্গ ১৬. পক্ষ ১৭. ছবি ১৯. রিক্ত ২০. তিলক ২২. জড়তা ২৩. কাকা ২৪. ক্ষমাহীন ২৭. পল ২৯. নর ৩০. নানা ৩১. হিতকর ৩২. রণ

**ওপর-নিচ :** ১. দীনতা ৩. বিতান ৪. কাতর ৬. বিরোধঝ ৯. লবঙ্গলতিকা ১০. পাদপ ১১. তলা ১২. শোকপরিতাপ ১৮. বিজন ২১. কক্ষ ২৩. কামনা ২৫. মানত ২৬. হীরক ২৮. লবণ

## আজকের দিন

■ **১৮২৯** — সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ। ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক একটি আইন জারি করেন যার মাধ্যমে বাংলায় সতীদাহ প্রথাকে উৎসাহিত করা অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

■ **১৯৭১** — ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়, ভারতীয় নৌবাহিনী করাচিতে পাকিস্তান নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ করে 'অপারেশন ট্রাইডেন্ট' শুরু করে।

■ **১৯৭১** —ভারতীয় নৌবাহিনী দিবস সালে করাচিতে আক্রমণের স্মরণে প্রতি বছর পালিত হয়।

## জন্মদিন

**আর ভেঙ্কটরমন**

১৯১০ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরমনের জন্মদিন।*

১৯১৯ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরালের জন্মদিন।*

১৯৭৭ *ক্রিকেট খেলোয়াড় অজিত আগরকারের জন্মদিন।*

## প্রসঙ্গ বৃদ্ধাশ্রম

# মানবিকতা উধাও সন্তানের

**বাবুল চট্টোপাধ্যায়**

বলা হয় মা দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছিল সন্তানকে। হাজারো যন্ত্রণা সহ্য করেছিল সন্তানের। ত্যাগ করেছিলেন বহু। আদর, আবদার অনেক জুগিয়েছিল সন্তানের। ইচ্ছে ছিল তার সন্তান মানুষের মতো মানুষ হবে। হ্যাঁ, হয়েছে। সন্তান বাইরে। পিতা মাতার গর্বের শেষ নেই। তবে যন্ত্রণার কাণ্ডটা বড়ই গোলমেলে। তিনি বৃদ্ধাশ্রমে। কি পরিস্থিতিতে তার! কি অনুভবে তার! তার বা তাদের মানসিক অবস্থানই বা কি -- এ রকম সাত সতেরো হাজারে সমস্যায় চলুন তবে তাদের মানুষিকতার ঘরে ফিরে আসি।

ঘটনা ১ ছেলে ফেলে গেছে মাকে। হ্যাঁ, বৃদ্ধাশ্রমে। একটা চার্জ লাগে। হ্যাঁ সেই অবধি। একবার মাকে ফেলে রেখে আর আসেন নি। মানে যেদিন মাকে নিয়ে এখানে আসা সেদিনই শেষ আসা। এরপর বার পঁচিশ অসুস্থতার কথা জানলেও ছেলে আর আসেননি। বলেছেন আমি কি ডাক্তার। বরং ডাক্তার ডাকুন। সে গেলেই কাজ হবে। পয়সার জন্যে চিন্তা করলে হবে না।

ঘটনা ২ ছেলেও আছে। মেয়েও আছে। তাও বৃদ্ধাশ্রমে। বৃদ্ধা সব সময় সেজে গুঁজে থাকে। ছেলেমেয়ের প্রতি অপার বিশ্বাস। সবাইকে বলে বেড়ায় আমি এখানে স্বেচ্ছায় এসেছি। আমার বাবু, বুবিন খুব ভালো। ওরা আমাকে তাড়ায় নি। প্রতি মাসে পয়সা পাঠায়। তার হাতে একটা ব্যাগ থাকে। খেতে গেলেও সেটা সে নিজের থেকে আলাদা করে না। কিন্তু জানলে অবাক হবেন আসল রহস্য! বৃদ্ধা সেজে ও বাগ নিয়ে থাকে কারণ সব সময় ভাবে তার ছেলে বা মেয়ে কেউ এসে তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই সাত বছরে কেউ আসেন নি।

ঘটনা ৩ মাকে নিয়ে এসেছে সন্তান। বেশ আয়োজন। কথাবার্তা হয়ে গেছে বৃদ্ধাশ্রমে। সমস্ত আয়োজন জেনে নিয়েছে সন্তান। বেশ খুশিই মনে হলো। এখনকার পরিবেশ বেশ ভালো। মোটামুটি যা যা নিয়ম আছে সব হয়ে দেখে নিয়েছে। এবার একটা ফ্রম ফিলাপ করলেই হলো। অর্ধেক করতে না করতেই একটা ফোন এলো। না, টাওয়ার পাচ্ছে না। এমত অবস্থায় একটু বাইরে গেলো। একটু দেরি হচ্ছে। এবার কর্মকর্তা অবাক হলো। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে ওই ব্যক্তির কোনো খবর নেই। অগত্যা ফোন। অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল -- ওই পাঠটা আপনারাই সামলাম। আমার আর টাইম হবে না। না, সেই সন্তান মাকে ফেলে রেখে পালিয়েছেন। আর এ মুখো হননি।

ঘটনা ৪ একটা খরচা দিতে হয় বৃদ্ধাশ্রমে। না, এই মাসে তো এখনও এলো না! কেনো এলো না --- বিষয়টি এখনকার কর্তৃপক্ষ জানেন না। আসলে তিন ছেলের ভাগাভাগিতে এবার এক ছেলে বিগড়েছে। সুতরাং আরো দুজনও বেকে বসে। ফলে স্বচ্ছল অবস্থার তিন ছেলের অসভ্যতার ফলে মায়ের নাজেহাল অবস্থা। ভাবুন একবার!

এ রকম হাজারো হাজারো ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটে থাকে। আপনি হয়তো দেখে থাকবেন কোনো একজন বৃদ্ধ/ বৃদ্ধাকে স্টেশন এ ফেলে রেখে অনেকেই পালিয়েছেন। এমন কতই আছে অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন। এরপর আর কোনদিনই খোঁজ খবর রাখেননি। আবার ভুল নম্বর দেওয়া বা জেনে বুঝে কাউকে বিপদে ফেলার জন্যে অন্যের নম্বর দেওয়া আমরা আকছার দেখেছি। আমরা দেখেছি আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা কিনা প্রথম প্রথম নিজের মা বাবাকে কেয়ার করলেও পরে আর খোঁজ রাখেন না। এমনকি অপারেশন এর খরচ দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ান। আমরা দেখেছি আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা মাকে কোনমতে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে বা হাসপাতালে ফেলে রেখে একটু আসছি বলে পালিয়ে যান। না, আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় না।

আসলে মানুষ খুব স্বার্থপর। আজকের দিনে মানুষ স্বার্থ ফুরালেই সম্পর্ক শেষ করে দেয়। দেখা গেছে এই স্বার্থ অনেকটাই অর্থনৈতিক কারণে গড়ে উঠে। মানে আপনার যদি পর্যাপ্ত অর্থ থাকে তবে আপনি শেষ বেলায় সেবা যত্ন পাবেন, নইলে নয়। আপনার অর্থ থাকলেই তবেই আপনার প্রপার সেবা হবে। উদ্দেশ্য - ভবিষ্যতে অর্থপ্রাপ্তি। আমরা অবাক হই আমাদের বিবেক কোথায় হারিয়ে গেছে! আমাদের সুস্থ বোধ অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে থেকে মানবিকতা অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে। আমরা জানি না তো কেনো হয়। কারণ আমরা সবাই জানি আমরা কেউ টাকা পয়সা সম্পত্তি নিয়ে চলে যেতে পারব না। তাও আমরা চেষ্টা করে চলি অনবরত। আমাদের লোভ,লালসা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে আমারা তার থেকে কিছুতেই বের হতে পারি না। শেষ জীবন অবধি আমাদের লোভ আমাদের পিছু ছাড়ে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে ।

কথা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বলেছিলেন---অর্থই অনর্থের মূল। কথাটা একেবারে বাস্তব। আজ এতো বছর পরেও কথাটা কত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমরা তা সহজে বুঝি না। আমরা অর্থকে জীবনের সব কিছু ধরে নি। আর সেটাই হয় কাল। আমরা আমাদের উপযুক্ত অবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমাদের বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিই। আমরা কি তাদের মানসিক পরিস্থিতি কখনই জানতে পারি না জানার চেষ্টা করি? না, করি না। আমরা জানতে চেষ্টা করি না তাদের শারীরিক অবস্থা কেমন আছে তা জানতেও। আসলে আমাদের মধ্যে একটা অস্থির হিংস্র প্রবৃত্তি কাজ করে। আর সন্তান যদি বাইরে থাকেন তবে তো কোনো ছুতোর অভাব থাকে না। এখনকার মনোভাবে আমরা এটাও শুনেছি যে বাবা মায়েরাও ঠিক মত এডজাস্ট করতে পারেন না। তাই বৃদ্ধাশ্রমে। আবার অনেকেই ছেলে ছেলের বউকে স্পেস দিয়ে স্বেচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমে। তবে কারণ হয় থাকুক না কেনো আমরা এটা বলতেই পারি যে এই পরিবেশ যতই ভালো থাকুক না কেনো একটা আপনজনের অভাব ঠিকই দেখা যায়। এটা এক প্রকার ক্ষয়। আমার তো মনে হয় এটা এক প্রকার মানসিক ক্ষয়। এই ক্ষয় আমাদের জীবনকে কুড়ে কুড়ে খায়। আমরা এর থেকে বের হতে পারি না। আমরা বৃদ্ধাশ্রমে যতই ভালো পরিবেশ পাই না কেন তা কখনও ঘরোয়া পরিবেশে হতে পারে না।

অনেক আশা, প্রত্যাশা, ভাব-ভালোবাসায় আমাদের জীবন গড়ে উঠে। আমরা এক জীবনে অনেক কিছু পেতে চাই। না, আমরা দেখেছি তা আমরা করতে পারি না। আমরা একটা সুস্থ জীবন সবাই চাই। আমরা ভালো পরিবেশে ঘরোয়া আঙ্গিকে আমরা বাঁচতে ও সাজাতে চাই। না, আমরা পারি না। আমাদের পরিবেশ সেটা করতে দেয় না। আমরা ঘরের বউদের কথা বলি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাদের দোষ দেওয়াটাও ঠিক নয়। আমরা গৃহের পরিবেশকে শান্ত রাখার জন্যে অনেক সময় অনেক ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজকে মেনে নিই বা নিতে বাধ্য হই। কিন্তু আমরা কি এটা বলতে পারি না যে এদিন আবার আমার হবে না! ঠিক এই ভাবনাটা আসে আমাদের জীবনের শেষ সময়ে। আমরা দেখি যে আমাদের সচেতন সময়ে আমরা তেমন কিছু ভাবীই না। আমদের ভাবনা আমাদের পরবর্তী জীবন শেষ সময়ে চলে আসে। অথচ তখন আর কিছু করার থাকে না। তবে এটা মানতেই হবে যে আপনার কর্মফল আপনাকে এই জন্মেই পেয়ে যেতে হবে। তাই সঠিক সময়ে সঠিক ভাবনার সময় এসেছে। আমাদের বিখ্যাত গায়ক নচিকেতা যথার্থই 'বৃদ্ধাশ্রম' গানটি গেয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন কেমন করে আমরা বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছে যায়। এটা একটা ম্যাসেজ। সমাজে সেই ম্যাসেজে শুনেছি অনেকেই। নিজের মা বাবাকে আবারো ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটা গানে এটা কম কি! একটা বোধের উদয় হলে একটা সমাজের পরিবর্তন হতে পারে। আসুন না আমরা অনেকটা মানবিক হয়ে সে বোধের উদয়ে নিজেদের জাগ্রত করি। মানবিকতা দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের বিবেককে অনেক আয়ু দিক। কি পারব না? হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবো। বিশ্বাস করি এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। এখনো সব ভেঙে যায়নি। কি তাই না?

# কোটি কণ্ঠে বিজ্ঞানমনস্কতার পাঠ

**প্রতাপ চন্দ্র দাস**

আজকের পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রগতিতে দাঁড়িয়ে। মানুষের জীবনযাত্রা বদলে গেছে। চিকিৎসা, কৃষি, যোগাযোগ, পরিবহন, তথ্যপ্রযুক্তি সব ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি। আমরা মোবাইল ফোনে কথা বলি, মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাই, অস্ত্রোপচার করি রোবট দিয়ে, আবহাওয়ার খবর পাই ঘরে বসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সমাজ কি সত্যিই বিজ্ঞানমনস্ক হয়েছে? প্রযুক্তি ব্যবহার করা আর বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া এক জিনিস নয়। কোটি কণ্ঠে সেই বিজ্ঞানমনস্কতার পাঠ আজ জরুরি, কারণ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিস্তার এখনো সমাজের প্রতিটি স্তরকে গ্রাস করছে।

একদিকে আমরা রকেট পাঠাচ্ছি মঙ্গলগ্রহে। অন্যদিকে আজও মানুষ বিশ্বাস করে, পীর-ফকির পানি ফুঁ দিয়ে রোগ সারিয়ে দেয়, বিশেষ মন্ত্রে বৃষ্টি নামানো যায়, পুজো না করলে অনিষ্ট হবে। এই দ্বৈত চিত্র আমাদের মনের মধ্যে দুটি যুগের সংঘাত দেখায়; একদিকে যুক্তি ও বিজ্ঞান, অন্যদিকে অন্ধবিশ্বাস ও অলৌকিকতা। তাই বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন শুধু প্রযুক্তির ব্যবহারে নয়; প্রয়োজন মনের স্বাধীনতায়, যুক্তিবোধের চর্চায়, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত চিন্তায়। বিজ্ঞানমনস্কতা মানে বিজ্ঞান জানা নয়; মানে হলো বিজ্ঞানের মতো করে ভাবা। প্রশ্ন করা, প্রমাণ খোঁজা, পর্যবেক্ষণ করা, ভুল স্বীকার করে নতুন সত্য গ্রহণ করা এটাই বৈজ্ঞানিক মনোভাব। একটি শিশু যখন কেন, কীভাবে, কোথায় এই প্রশ্ন করতে শেখে, তখনই তার ভিতরে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ বপন হয়। কিন্তু সমাজে আমরা দেখতে পাই, প্রশ্ন করাকে নিরুৎসাহিত করা হয় বহু জায়গায়।

পরিবারে, সমাজে, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কখনো কখনো প্রশ্ন করাকে 'অশ্রদ্ধা' বা তদুষ্টামিদ বলা হয়। ফলে শিশুর কৌতূহল ভেঙে যায়, প্রশ্ন করার সাহস কমে যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার।

ASER (The Annual Status of Education Report) রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ ভারতের ৫ম শ্রেণির প্রায় ৫৫ শতাংশ ছাত্র ২য় শ্রেণির বই পড়তে পারে না ১০০ জন উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রের অন্তত প্রায় ৮৫, ৯০ জন একটি সাধারণ দরখাস্ত লিখতে পারে না কিন্তু স্কুলে ধর্মীয় প্রার্থনা, শ্লোক পাঠ, ভজন এসব নিয়মিত হয়। যা শিশুর যুক্তিবোধ বাড়ায় না, বরং তাকে বিশ্বাসনির্ভর করে তোলে। শিক্ষার লক্ষ্য বিজ্ঞানচেতনা জাগানো, কোনো অলৌকিকতায় বিশ্বাস করানো নয়। স্কুল হবে প্রশ্ন শেখার জায়গা, প্রার্থনা শেখার নয়।

বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন প্রথমত সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার জন্য। মানুষ যখন অন্ধভাবে কিছু মানে, তখন তার বিচারবুদ্ধি কাজ করে না। এতে সে সহজেই প্রতারণার শিকার হয়। জ্যোতিষের নামে ভুয়া ভবিষ্যদ্বাণী, গুরুর নামে ধোঁকাবাজি, চাঁদা তুলে পুজো-যজ্ঞে অর্থ অপচয় এসব তারই ফল। কুসংস্কার শুধু মনের ক্ষতি করে না; আর্থিক ক্ষতিও করে, সামাজিক অশান্তি তৈরি করে, এমনকি প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটায়। ভারতের মতো দেশে ডাইনিবিদ্যা, জাদুটোনা, অলৌকিকতার নামে প্রতি বছর মানুষ খুন হয়। বিজ্ঞানমনস্কতা এই অন্ধকার ভেঙে আলোর পথ দেখাতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানমনস্কতা আধুনিক রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। একটি গণতন্ত্র তখনই সুস্থ থাকে, যখন নাগরিকরা সচেতন, যুক্তিবাদী এবং তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত নেয়। যদি মানুষ যুক্তির বদলে আবেগ বা গুজবে বিশ্বাস করে, তাহলে সমাজ বিভ্রান্ত হয়। ধর্মীয় মেরুকরণ, ভুয়া খবর, গুজব এসব তখন সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানমনস্কতা মানুষকে শেখায় 'শোনো সব, যাচাই করো, তারপর বিশ্বাস করো।' এই এক দক্ষতাই পুরো সমাজকে উন্নত করতে পারে।

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৃতীয়ত উন্নয়নমুখী। যে দেশে কুসংস্কার বেশি, সেখানে গবেষণা কম হয়, নতুন আবিষ্কার কম হয়, মানসিক স্বাধীনতা কম থাকে। আর যে দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা বেশি, তারা চিকিৎসা, প্রযুক্তি, কৃষি, মহাকাশ সবক্ষেত্রেই এগিয়ে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিশ্বের দরবারে কাজ করছে কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানচেতনার অভাব আমাদের পিছিয়ে দেয়। বিজ্ঞানমনস্কতার পাঠ তাই জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত।

এখন প্রশ্ন, বিজ্ঞানমনস্কতা কীভাবে গড়ে উঠবে। প্রথমত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; বিজ্ঞান-সংস্কৃতি চাই। প্রার্থনা, শ্লোক, ভজন, ধর্মীয় রীতি এগুলো শিশুর বিজ্ঞানচেতনা বাড়ায় না। প্রয়োজন প্রশ্নভিত্তিক শিক্ষা, পরীক্ষানির্ভর শিক্ষা, বিজ্ঞান ক্লাব, গণিতের ধাঁধা, যুক্তিবাদী পাঠচক্র। স্কুল হবে যুক্তি শেখার জায়গা, অন্ধবিশ্বাস নয়। দ্বিতীয়ত, পরিবারকে বিজ্ঞানমুখী হতে হবে। বাবা-মা শিশুর প্রশ্ন শুনবেন, তাকে নিরুৎসাহিত করবেন না। 'এভাবে হয় কারণ ঈশ্বর চাইলে হয়দ এই উত্তর শিশুর কৌতূহল মেরে ফেলে। বরং বলা উচিত, তচলো দেখি, কেন হয়।' তৃতীয়ত, মিডিয়া ও সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করতে হবে। টিভি, ইউটিউব, পত্রিকায় যেন জ্যোতিষ, ভাগ্য গণনা, অলৌকিকতা, কুসংস্কার প্রচার না হয়। বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান, গবেষণার গল্প, আবিষ্কারের ইতিহাস জনপ্রিয় করতে হবে। চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক মনোভাব আইনি দায়িত্ব হিসেবেও স্বীকৃত। ভারতের সংবিধানের ৫১এ (এইচ) ধারায় বলা আছে, 'বৈজ্ঞানিক মনোভাব, মানবতা ও অনুসন্ধিৎসা গড়ে তোলাই প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য।' অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্কতা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, সাংবিধানিক কর্তব্য।

তাই আজ প্রয়োজন, কোটি কোটি কণ্ঠে একটাই কথা ক্ষুদ্রবিজ্ঞানমনস্কতার পাঠক্ষুদ্র চাই। কারণ যুক্তিবাদী সমাজ মানসিকভাবে শক্তিশালী, নৈতিকভাবে উন্নত, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অগ্রসর হয়।

বিজ্ঞানমনস্কতা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়, ভয় থেকে মুক্তি দেয়, কুসংস্কার থেকে সত্যের পথে নিয়ে আসে। স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক নয়, মানসিক স্বাধীনতাও জরুরি। আর সেই স্বাধীনতার পথ খুলে দেয় একটাই শক্তি 'বিজ্ঞানমনস্কতা'।

## চর্চাবাসর ১০

ফাউন্টেন পেনের আবিষ্কারের জন্য মাথা ঘামিয়েছেন অনেকে। তবে পেত্রাচে পোয়েনারু ১৮২৭ সালে প্রথম পেটেন্ট পান। সেই হিসাবে, ২০২৬-এ এটি পা দেবে এর ২০০ বছরে।

— *কলমবীর*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# ১০০ টাকা নিয়ে বচসার জেরে খুন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** মাত্র ১০০ টাকা নিয়ে বচসা। আর তার জন্য এক যুবককে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করা হয়। খুনের দায়ে দোষীসাব্যস্ত যুগলকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল চুঁচুড়া আদালত। যদিও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দাবি, 'তিনি নির্দোষ। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।'





২০১৯ সালের ৭ জুন মহম্মদ আনোয়ার নামে ওই যুবক খুন হন। মগরা কাটাপুকুর এলাকায় একটি দোকানের সামনে রাতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সন্ধের পর থেকে তাঁর খোঁজ মিলছিল না। টহলদারি পুলিশ আনোয়ারকে পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। মৃত যুবককে উদ্ধার করে মগরা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃত আনোয়ারের মামা রঞ্জিত সাউ পরদিন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কৃষ্ণ বাউল দাস ও লক্ষ্মী রায়ের বিরুদ্ধে। যেখানে আনোয়ারের দেহ পড়েছিল, সেখানে এক নিরাপত্তারক্ষী অভিযুক্ত যুগলকে আনোয়ারের সঙ্গে বচসা করতে দেখেছিলেন। সেই সূত্র ধরে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, লক্ষ্মী ১০০ টাকা পেতেন আনোয়ারের কাছে। সেই টাকা চাওয়া নিয়ে বচসা বাধে লক্ষ্মীর। সেইসময় কৃষ্ণ আধলা ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করেন আনোয়ারকে। তারপর দু'জনে পালিয়ে যান। কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল।

মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন গৌতম মণ্ডল। বাদী পক্ষের সরকারি আইনজীবী ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। মোট ২৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। এদিন চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা দোষী সাব্যস্ত দু'জনের সাজা ঘোষণা করেন। দু'জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেন। মৃত যুবকের মাকে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

# গাড়ি থেকে নেমে যানজট সামলালেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বুধবার অগ্নিমিত্রা পাল দলীয় কর্মসূত্রে আসানসোল জিটি রোড দিয়ে যাওয়ার সময়, আসানসোলের জিটি রোডের প্রধান বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন হটন রোড মোড়ে যানজট দেখে নিজের গাড়ি থেকে নেমে যানজট মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। এই সময় কর্তব্যরত ট্রাফিকের অন্তর্গত সিভিক ভলান্টিয়ারদের রীতিমতো ধমক দেন তিনি। এবং তাঁদের কাছে দাবি করেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে ঘটনাস্থলে আসার জন্য। বিধায়কের রোসানল থেকে বাদ যায়নি টোটো এবং অটো চালকরা।

উল্লেখ্য আসানসোল শহরের বেশ কিছু এলাকা যেমন জিটি রোড সংলগ্ন হটন রোড মোড়, আসানসোল জেলা হাসপাতালের মুখ্য ফটকের সামনে, হিরাপুর থানা সংলগ্ন এলাকায় টোটো এবং অটো যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর কারণে নিত্যযাত্রীরা যানজটের শিকার হন। এই বিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক হলেও কোনও সুরাহা-না হওয়ায় যানজট মুক্ত রাস্তা দেখার আশা রাখছেন না এলাকাবাসীরা এমনই অভিযোগ। অগ্নিমিত্রা পলের এদিনের ভূমিকা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা ভি শিবদাসন দাশু বলেন, 'অগ্নিমিত্রা পল নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে কোনও দিন যান না। সাধারণ বাসিন্দারা কোনও পরিসেবা পান না। তিনি সস্তার রাজনীতি করে ক্যামেরায় ছবি তুলিয়ে নিজেকে জাহির করতে চাইছেন। তিনি যদি চাইতেন প্রকৃত যানজট সমস্যা মেটাতে তাহলে, তিনি ট্রাফিক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন।' অপরদিকে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'যেসব এলাকায় টোটো-অটোর কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে অন্যতম আসানসোল জেলা হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তা। যেখানে একাধিক অ্যাম্বুল্যান্সকে যানজটের শিকার হতে হয়। শুধু তাই নয় ছাত্রদের নিয়ে যাওয়ার পুলকারগুলোকেও যানজটের শিকার হতে হয়।' তিনি আরও বলেন, 'আসানসোল পুরনিগমের মেয়র যানজট মুক্ত করার প্রচেষ্টা করলেও, তারই দলের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী তথা নেতার অঙ্গুলি হিলনে করতে পারছেন না।'

## 'মমতার সরকার আবার আসবে'

# চাকরি বহাল প্রসঙ্গে দৃঢ় সুজিত বসু



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** '৩২০০০ চাকরি বহাল রাখলো হাইকোর্ট। এই জয় মানুষের জয়। চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবে, এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।' বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের ইটিন্ডা পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাইটার ক্লাবের মাঠে এসআইআর বাংলা ও বাঙালি বিরোধী বিদ্বেষের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হয়ে এমনই মন্তব্য করেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা এদিন এই মাঠের জনসভা উপস্থিত ছিলেন। সুজিত বসু ছাড়াও ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরাহনুল মুকাদ্দিম, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি, বিধায়ক সপ্তসি বন্দোপাধ্যায়, আরটিএ সদস্য সুরজিত মিত্র বসিরহাট ১ নম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শরিফুল মণ্ডল, অভিষেক মজুমদার, সৌমিক রায় অধিকারী সহ অন্যান্যরা। মন্ত্রী বলেন, '২০০৪ সালে আমি এখানে লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলাম। এখানে মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড়। ইতিমধ্যে দুটি জেলার রানাঘাট, বনগাঁ, বসিরহাট এই তিনটি ওয়ার রুমের দায়িত্ব দিয়েছে দল। ইতিমধ্যে এসআইআর নিয়ে ১১ ডিসেম্বর অবধি নির্বাচন কমিশন মেয়াদ বাড়িয়েছে। আমরা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে নই, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। বিজেপি এসআইআর শুরু হওয়ার আগেই তাঁরা বারবার বলছে, এক কোটি ও দেড় কোটি মানুষ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে এই বলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। এখানে যারা পরিকল্পনা করছে সম্প্রীতি নষ্ট করতে তারা কোনদিনই পারবেনা। বাংলা সংস্কৃতি মহরম থেকে দুর্গা, কালী পুজো, সরস্বতী পুজো-সহ সামনে বড়দিন আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে পালন করি। একটা বৈধ ভোটার নাম বাদ গেলে বাংলার মানুষ রুখে দেব। আরেকটা কথা শুনে আমাদের দল আমরা খুশি হয়েছি। প্রায় ৯৮ শতাংশ এস আই আর ফর্ম ফিলাপ হয়ে গেছে। এটা খুব খুশির খবর আমাদের পরিকল্পনা করে একটি সাম্প্রদায়িক দল রোহিঙ্গা মুসলমান অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কথা বলে বাংলা সম্প্রীতির নষ্ট করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'যখনই বাংলায় নির্বাচন আসে একটা না একটা কিছু দিয়ে বাংলার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ কি নাগরিকত্বের কাজ করা। এতগুলো বাংলার মানুষের প্রাণ গেল এর দায় কে নেবে? ভয় পাবেন না আতঙ্ক জুজু দেখাবে বিজেপি ভয় পাবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের পাশে আছে। নির্বাচন আসলে বিজেপি শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় বছরের ২ কোটি কী চাকরি দেবে। কলকারখানা করবে এ সব মিথ্যা।' কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব সুজিত বসু।

# ঝাড়গ্রামে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার চন্দ্রিমা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** বুধবার ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার একাধিক জায়গায় আয়োজিত এসআইআর সংক্রান্ত আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে রাজ্যে চলা এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সভায় তিনি প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়ে বাতিল হওয়া ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে শিক্ষকদের শুভেচ্ছা জানান। মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প নিয়েও বিরোধীদের তিনি কটাক্ষ করেন। রাজ্যের আইন ও অর্থমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্য সরকার এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নয়। যেভাবে দ্রুত প্রক্রিয়ায় এসআইআর হচ্ছে, তার বিরোধিতা করা হচ্ছে। একাধিক রাজ্য বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কথা বলে ভোটার কাটার লক্ষ্যে বাংলাকেই টার্গেট করা হচ্ছে।' নয়গ্রামের খড়ি কামাথানি ও গোপীবল্লভপুর-১ ব্লকের লোধাশুলিতে দলীয় নেতা কর্মীদের সভায় কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিএলএ-দের আপলোড শেষ হয়ে গেলেও নেতাকর্মীদের দলীয় ক্যাম্প থেকে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেন।

# অনুষ্ঠানে বেঁচে যাওয়া খাবার বিতরণ সহযোদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে রোটারি ক্লাব বর্ধমান সাউথের এক কর্মসূচিতে বেঁচে যাওয়া মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যে থেকে এদিন বাবুরবাগ এলাকায় পঞ্চাশের অধিক দুঃস্থ মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। বিকেলে সমাজসেবী আর কে ক্যাটারারের কর্ণধার সত্যজিৎ দত্ত মহাশয় বর্ধমান সহযোদ্ধা নামক সংগঠনকে খবর দেন এই খাবার বিতরণের বিষয়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সহযোদ্ধার প্রতিনিধি প্রীতম সাহা এবং শেখ সন্টু সেই খাবার সংগ্রহ করে বাবুরবাগ এলাকায় গিয়ে দুস্থ মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে। এই বিষয়ে বর্ধমান সহযোদ্ধার সভাপতি জগন্নাথ ভৌমিক জানান, এই প্রকার সমাজ সেবামূলক কাজ তারা দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছেন। বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি এই ধরনের প্রচেষ্টাও চালানো হয় যাতে বেঁচে যাওয়া খাবার নষ্ট না হয়ে বিভিন্ন সমাজসেবী বা শুভ চিন্তক মানুষের দ্বারা খবর পেয়ে সেই খাবার সংগ্রহ করেন এবং নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বিতরণ করেন।

# এফআইআর দুশ্চিন্তায় ঘুম ছুটেছে উপভোক্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** টাকা ঢুকে গিয়েছিল অ্যাকাউন্টে। অথচ আবাসের ঘর হয়নি। অপরদিকে পুরসভা আবার বলছে বাড়ি না হলে টাকা ফেরত, নয়ত এফআইআর। ফাঁপরে রাতের ঘুম ছুটেছে উপভোক্তার। এমন ঘটনা একাধিক মানছে পুরসভা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শ নগর এলাকায়। অভিযোগ, সেখানে আবাস যোজনার বাড়ির টাকা এলেও বাড়ি তৈরি হয়নি। এলাকার এক তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার বাড়ি তৈরি করে দেবেন বলে ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। সেই টাকাই উধাও হয়েছে বলে অভিযোগ বাড়ির উপভোক্তা নানু চক্রবর্তীর। তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন মহকুমা শাসক ও বৈদ্যবাটি পুরসভা ও শ্রীরামপুর থানায়।

জানা গিয়েছে, তিনটে কিস্তিতে ৩ লক্ষ টাকা আসে ওই মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। নানু চক্রবর্তীর দাবি, ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ধাপে ধাপে দিয়ে দেন স্থানীয় ঠিকাদার সন্দীপ মিশ্রা ওরফে সনুকে। সেই টাকা পেয়ে বাড়ির ভিত থেকে অল্প কিছু কাজ করেন। তারপর বেপাত্তা হয়ে যায় ঠিকাদার। ২০২২ সালের স্কিমের টাকায় কাজ শুরু হলেও, এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি বাড়ি। বন জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে ওই জায়গা। নানু চক্রবর্তী বলেন, 'পুরসভা থেকে আমায় বলা হয়েছে ঘরের টাকা পেয়েছেন, ঘর তৈরি করতে হবে। তা না হলে টাকা ফেরত দিতে হবে। নয়তো পুরসভার পক্ষ থেকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এতেই রাতের ঘুম ছুঠেছে তাঁর। মহিলার অভিযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিণ্টু মাহাতো বলেন, 'পুরসভার নিজস্ব কোনও ঠিকাদার নেই। আবাস যোজনার টাকা উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি যায়। কাকে দিয়ে কাজ করাবেন তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন। দুষ্কর্ম করলে সবাই বলে তৃণমূলের নেতা, আমি তৃণমূলের লোক। এর দায় তৃণমূল নেবে না। পুরসভা থেকে তিন লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। আমরা বলেছি বাড়ি কমপ্লিট করতে হবে, তা না হলে টাকা ফেরত দিতে হবে।

# শীত পড়তেই খেজুর রসের সন্ধানে শিউলিরা

**চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম**

শীত পড়তেই খেজুর গুড়ের সন্দেশ, পাটালি, মোয়া ও পায়েসের জোগান দিতে বেরিয়ে পড়েছেন শিউলিরা। পূর্ব, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় এসে পৌঁছেছে তাঁরা। এই জেলাগুলির সুতাহাটা, খেজুরি ময়না, মহিষাদল, শালবনি, মেদিনীপুর সদর ব্লক, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, গোয়ালতোড়, রাইপুর, সারেঙ্গা, ফুলকুশমা, কুইলাপাল,বান্দোয়ান, জামবনি, লালগড়, বিনপুর ও বেলপাহাড়ি এলাকায় এরাজ্যের সব থেকে বেশি খেজুর রস সংগ্রহ হয়ে থাকে। স্থানীয়রা বাদেও দুই ২৪ পরগনা থেকে আসা শিউলিরা ইতিমধ্যেই খেজুর রস সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। তৈরি হচ্ছে খেজুর গুড় ও পাটালি। শীত যত বেশি পড়বে ততো বেশি পাওয়া যাবে খেজুরের রস। কালীপুজোর পর থেকেই শীত পড়তে শুরু করেছে। এ বছর শীত ভালই পড়বে, আবহাওয়া দপ্তরের এই খবরে শিউলিরা অনেকটা প্রত্যাশার সঙ্গেই খেজুর রস সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে ঝাড়গ্রামে আসা শিউলি স্বপন বাউড়ি। দীর্ঘদিন খেজুর রস সংগ্রহের কাজ করছেন। তিনি জানান, বর্তমান সময়ে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে ব্যবসা সবসময় ভালো হয় না। তবু, শীত পড়তেই পরিবার নিয়ে খেজুর রস সংগ্রহ করা শুরু করেছি। আগে খেজুরগাছের মালিকরা সামান্য কিছুর বিনিময়ে গাছ থেকে রস সংগ্রহ করতে দিতেন। কিন্তু এখন মোটা অংকের টাকা ও গুড় না দিলে তারা গাছ দিতে চান না। আগে এক একটি এলাকায় দেড় থেকে ২০০টি খেজুর গাছ পেতাম এখন সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১০০তে। ধীরে ধীরে ব্যবসার প্রসার কমলেও পূর্ব পুরুষের পেশা ধরে রেখে



কোনওরকমে কাজ করে চলেছি। পশ্চিম মেদিনীপুরের আরেক শিউলি গোবিন্দ পড়িয়া বলেন, 'আগে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে অনেক বেশি রস সংগ্রহ করা সম্ভব হতো। এখন আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় খেজুর রস সেভাবে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও খেজুর গুড়ের দাম সেভাবে বাড়েনি। খেজুর রস সংগ্রহ করার পর গুড় তৈরি করতে যেমন সময় লাগে, তেমনি প্রচুর জ্বালানির দরকার হয়। এর ফলে লাভ খুব একটা হয় না। এভাবে পুরানো পেশা ধরে আর কতদিন চলতে পারবো জানি না।

---

**SBI এসবিআই ডানকুনি শাখা (০১৮৯৬)**
টি এন মুখার্জি রোড, সুন্নি টাওয়ার, ডানকুনি, জেলা-হুগলী পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৩১১, ই-মেল : sbi.01896@sbi.co.in

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**কাশী নাথ পাল,** যিনি **এসবিআই ডানকুনি শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতা : কাশী নাথ পাল**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২০.১২.২০২৫ | বিকেল ০৫.০০টা থেকে সন্ধ্যা ০৬.০০টা | ১৮ ক্যারট | গ্রস ওজন ৯৩.৭৩ গ্রাম<br>নিট ওজন ৬৮.২০ গ্রাম | ২টি চূড়<br>২টি বালা<br>১টি নেকলেস |

তারিখ: ০৪.১২.২০২৫
স্থান: ডানকুনি

অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই ডানকুনি

---

**SBI এসবিআই ব্রাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ (৩০১৪৬)**
বোম্বাই মিউচুয়াল বিল্ডিং, ৯, ব্রাবোর্ন রোড, কলকাতা- ৭০০০০১, ই-মেল: sbi.30146@sbi.co.in

**সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

**শ্রী উত্তম সিংহ,** যিনি **এসবিআই ব্রাবোর্ন রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **(২৬.১২.২০২৫) বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **(২৯.১২.২০২৫)** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

**ঋণগ্রহীতা : শ্রী উত্তম সিংহ**

| ক্র. নং. | নিলামের তারিখ | নিলামের প্রস্তাবিত সময় | বিশুদ্ধতা (ক্যারট) | সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে) | আইটেম সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২৯.১২.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ১৮ সি | গ্রস ওজন ১৮.১৭০<br>নিট ওজন ১৬.৩৫০ | ২টি চেন |
| ২. | ২৯.১২.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ১৮ সি | গ্রস ওজন ১৪.১৫০<br>নিট ওজন ১২.৮০০ | ১টি নেকলেস |
| ৩. | ২৯.১২.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ১৮ সি | গ্রস ওজন ৯.৬০০<br>নিট ওজন ৮.৬৫০ | ২টি কানের দুল<br>১টি হাতের আংটি<br>১টি তানা সহ নথ |
| ৪. | ২৯.১২.২০২৫ | বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা | ২২ সি | গ্রস ওজন ৭.৩৫০<br>নিট ওজন ৬.৬০০ | ২টি হাতের আংটি<br>১টি তানা সহ টিকলি |

তারিখ: ০৪.১২.২০২৫
স্থান: ব্রাবোর্ন রোড

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

**IndusInd Bank**

আঞ্চলিক কার্যালয়: সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১৭

পরিশিষ্ট-৪

**দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮ (১) দেখুন)**

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **০১-০৯-২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে- মেসার্স শুভম এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা, প্রতিনিধিত্বকারী স্বত্বাধিকারী- শ্রী নীরজ কুমার সিং) এবং শ্রী নীরজ কুমার সিং (মেসার্স শুভম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদার তথা বন্ধকদাতা)- কে ৩৬,৬৫,৩৭৭.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত সাতাত্তর টাকা মাত্র) সেইসঙ্গে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে নথিভুক্ত হারে এবং পূর্বোক্ত ডিমান্ড নোটিশে দেওয়া তারিখ থেকে আরও সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১লা ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৩৬,৬৫,৩৭৭.০০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত সাতাত্তর টাকা মাত্র)** সেইসঙ্গে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে নথিভুক্ত হারে এবং পূর্বোক্ত ডিমান্ড নোটিশে দেওয়া তারিখ থেকে আরও সুদ সহ ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৩বি, পরিমাপ আনুমানিক ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট এবং সকল ফিটিং এবং ফিক্সচার সংযুক্ত, অবস্থিত চারতলায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জি-৩ তলা ভবনে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৮১ (পুরানো) ৯৭/১ (নতুন) এবং বর্তমানে ৯৭/১/২, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ রোড,ওয়ার্ড নং ১৯, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা : লেক টাউন, কলকাতা- ৭০০০৪৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। --সম্পত্তির বিস্তারিত নির্ধারিতভাবে বর্ণিত রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১৯০৪০৮২২৭ -২০১৮ সালের তারিখ ২৪/০৭/২০১৮, সম্পত্তি শ্রী নিরজ কুমার সিং এর নামে।

তারিখ: ০১/১২/২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

---

**SBI এসবিআই জিরাট শাখা (১৪০৯০)**
জিরাট বাস স্ট্যান্ড, এসটিটিকে রোড (আসাম রোড), পোঃঅঃ- পাটুলিগ্রাম, থানা - বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৫০১, পঃবঃ

SBI CAR BAZAR

**গাড়ি নিলাম**

ব্যাঙ্ক কর্তৃক দখল নেওয়া আটককৃত যানবাহন (গাড়ি) **১১.১২.২০২৫** তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, নিচে উল্লিখিত স্থানে **০৮.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১:০০টা থেকে বিকেল ৩:০০টার মধ্যে** ব্যক্তিগতভাবে এসে দেখার জন্য। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **বিকেল ৩:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা** পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত স্থানে।

**গাড়ির বিশদ**

| ক্র. নং | গাড়ির বিবরণ | নির্মাণের বর্ষ | সংরক্ষিত মূল্য | নিলামের স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১. | তৈরি/মডেল: **মেসার্স হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড SANTRO 1.1MT MAGNA**<br>ইঞ্জিন নং **G4HGM058168**<br>চেসিস নং: **MALAF51CLLM111990**<br>রেজিস্ট্রেশন নং.: **WB 16BB 7960**<br>মালিক: **শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** | ২০২০ | ১,১৪,৮০০.০০ টাকা (জিএসটি সহ) | এসবিআই, জিরাট শাখা, জিরাট বাস স্ট্যান্ড, এসটিটিকে রোড (আসাম রোড), পোঃঅঃ- পাটুলিগ্রাম, থানা - বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৫০১, পঃবঃ |

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **"এসবিআই, জিরাট শাখা" -র অনুকূলে** (নগদ গৃহীত হবে না) **১১.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১:৪৫ টার** পূর্বে পর্যন্ত নিলামস্থলে। তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের ৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই, জিরাট শাখা"** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

**পরিদর্শনের স্থান : গ্রাম এবং পোস্ট - যুগবেড়িয়া, থানা ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১০**
**পরিদর্শন এবং অন্যান্য যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য : মোঃ- ৭০০৩৫৪৬৬৯৯**

তারিখ : ০৪.১২.২০২৫, স্থান : জিরাট, হুগলী

অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

---

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

---

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank** ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক : জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থতল, কলকাতা -৭০০০০১

প্রতি,
**মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ,** স্বত্বাধিকারী: তপেন্দু বিশ্বাস-১২/১এ, জামির লেন, বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট, ওয়েস্ট সাইড মলের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ৬৮, কলকাতা -৭০০০১৯। এবং আরও **ঠিকানা :** বেহালা সেন্ট্রাল গভ. কোয়ার্টার, ব্লক -২২ , ফ্ল্যাট নং ৫এ, পো : এবং থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা- ৭০০০৬০।
মহাশয়,
এতদ্বারা আপনাকে অবগত করা হচ্ছে যে, ফ্ল্যাটের স্বত্ব দখলদারি **৩১.১০.২০২৫** তারিখে সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ্য **মেমো নং ২৩৩৭/সারফেসি, তারিখ ০৩.০১.২০২৫** অনুযায়ী। সুতরাং আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট ১৬.১২.২০২৫ তারিখের মধ্যে খালি করে দেওয়ার জন্য।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেস সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালি না করা হলে সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
**সম্পত্তির তপশিল :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) (লিফট সুবিধা) (টাইলস মেঝে) পঞ্চম তলে পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ২ বেড রুম, ১ লিভিং/ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং এক ব্যালকনি-জি-৪ তলা ভবনে নাম চিন্ময়ী এনক্লেভ, নির্মিত জমির পরিমাপ এরিয়া ১৯ ডেসিমেল সমপরিমাপ ১১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : বেহালা, সিএস দাগ নং ৫৭২, ৫৭৩ এবং ৩১৯৭, আরএস দাগ নং ৩২২৪, সিএস খতিয়ান নং ১৮৭০, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৬৯, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, পরগনা - বালিয়া, থানা পূর্বতন বেহালা, বর্তমানে পর্ণশ্রী, এডিএসআর অফিস বেহালা, পূর্বতন দক্ষিণ সুন্দরবন পুরসভা বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩২, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩২২, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড (ডাক ঠিকানা : ১৩৬ বনমালি নস্কর রোড), কলকাতা- ৭০০০৬০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৩১৫৩১ থেকে ৩১৫৬৫, দলিল নং ১৬০২০১০৯৯-২০১৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস-ডিএসআর -২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাসের নামে,** দলিল নং ১০৯৯/২০১৭।
অনুগ্রহ করে অব্যবহিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

---

**ফর্ম পি৯**

**সর্বসাধারণের জন্য ঘোষণা**

**(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (প্রি-প্যাকেজড ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০২১-এর রেগুলেশন ১৯(২) অনুসারে)।**

**রামদুর্লভপুর টি কোং লিমিটেড**-এর ক্রেডিটরদের মনোযোগের জন্য

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি, কলকাতা বেঞ্চ, ০১-১২-২০২৫ তারিখে রামদুর্লভপুর টি কোং লিমিটেড-এর জন্য প্রি-প্যাকেজড ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

**প্রাসঙ্গিক বিবরণ**

| I | II | III |
|---|---|---|
| ১ | কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম। | |
| ২ | গত দুই বছরে পরিবর্তিত হলে পূর্বের নাম(গুলি) | রামদুর্লভপুর টি কোং লিমিটেড |
| ৩ | কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অন্তর্ভুক্তির তারিখ | প্রযোজ্য নয় |
| ৪ | যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা অন্তর্ভুক্ত/নিবন্ধিত | ০৯-১১-১৯২৫ |
| ৫ | শনাক্তকরণ সংখ্যা | রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানি- কলকাতা |
| ৬ | কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা | U01132WB1925PLC005180<br>নিবন্ধিত কার্যালয়- পি৩৬ রাধা বাজার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০০১।<br>চা বাগান- পোঃ- রামদুর্লভপুর, ধলাই, রামদুর্লভপুর টি এস্টেট, মায়াচারি আগরতলা, ত্রিপুরা, ৭৯১২৮৫ |
| ৭ | প্রি-প্যাকেজড ইনসলভেন্সি প্রারম্ভের তারিখ। | আদেশের তারিখ- ০১-১২-২০২৫<br>আদেশ প্রাপ্তির তারিখ-০২-১২-২০২৫ |
| ৮ | রেজোলিউশন প্রফেশনালের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর। | ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রফেশনালস প্রা. লি.। রেজিস্ট্রেশন নম্বর- IBBI/IPE-0024/IPA-1/2024-25/50083 |
| ৯ | বোর্ডের সাথে নিবন্ধিত রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেল | ঠিকানা- ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০২০।<br>ইমেল- jitulohia@knjainco.com |
| ১০ | রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হবে এমন ঠিকানা এবং ই-মেল | ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রফেশনালস প্রা. লি., ঠিকানা- ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০২০।<br>ইমেল- ppirp.ramdurtabhpur@gmail.com। |
| ১১ | দাবির তালিকা পাওয়া যাবে ০৫-১২-২০২৫ তারিখ থেকে যেখানে- | ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০২০। |

স্বা/-
ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রফেশনালস প্রাইভেট লিমিটেড
(এর অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী শ্রী জিতেন্দ্র লোহিয়ার মাধ্যমে)। রেজোলিউশন প্রফেশনাল, রামদুর্লভপুর টি কোং লিমিটেড।
রেজিঃ নং: IBBI/IPE-0024/IPA-1/2024-25/50083।
রেজিঃ ঠিকানা: ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০২০।
রেজিঃ ইমেল - jitulohia@knjainco.com।
এএফএ নং-: AA1/50083/01/311225/10046, এএফএ বৈধতা- ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত।

তারিখ: ০৩-১২-২০২৫।
স্থান: কলকাতা

---

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank**

**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**
**এসএমই ফাইন্যান্স শাখা**
**৭, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১**

পরিশিষ্ট ৪ [সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল - ৮ (১) এর অধীনে]
**দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার **১৬.০৯.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতাগণ- শ্রী অচিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী, পিতা প্রয়াত অতিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী, ঠিকানা-৪৩১/১ সরাই চ্যাটার্জী রোড, পোঃ- শিবপুর বাটাইতা, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১ ১০৩ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)। এছাড়াও- পঞ্চম ফ্লোর, হোল্ডিং নং- ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এর অধীনে, ওয়ার্ড নং - ৪৪, থানা- চ্যাটার্জীহাট (পূর্বে শিবপুর), জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১ ১০৪। এছাড়াও- নীচফ্লোর ৪৪/৫, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এর অধীনে, ওয়ার্ড নং- ৪৪,** থানা- চ্যাটার্জীহাট (পূর্বে শিবপুর), জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১ ১০৪। এছাড়াও- গ্রাউন্ড ফ্লোর, হোল্ডিং নং-৫৬/২/১, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং- ২৩, থানা ব্যাঁটরা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১ ১০১। এছাড়াও- ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- ৪ডি, উত্তর দিকে ৫২ নং প্রেমিসেস-এ, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং- ১২২, বরো নং- ১৩, থানা- হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (কেএমসি-এর অধীনে), পিন- ৭০০ ০০৮। এছাড়াও- চতুর্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- ৪ই, ৫২ নং প্রেমিসেস, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং- ১২২, বোরো নং - ১৩, থানা - হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (কেএমসি-এর অধীনে), পিন - ৭০০ ০০৮। এছাড়াও- ৩য় ফ্লোর হোল্ডিং নং - ৪৪/৪ চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এর অধীনে, ওয়ার্ড নং - ৪৪, থানা - চ্যাটার্জীহাট, শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১ ১০৪, এসএমই ফাইন্যান্স শাখা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণকৃত- কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া **১,৮৩,৬১,৮৭৭.০০ টাকা (এক কোটি তিরাশি লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত সাতাত্তর টাকা মাত্র) ১৫.০৯.২০২৫** অনুযায়ী পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **২রা ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১,৮৩,৬১,৮৭৭.০০ টাকা (এক কোটি তিরাশি লক্ষ একষট্টি হাজার আটশত সাতাত্তর টাকা মাত্র) ১৫.০৯.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার সংক্রান্ত সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩ (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।
**সম্পত্তির বিবরণ :**

**বন্ধকীকৃত পরিসম্পদ- সম্পত্তির বিশদ/বিবরণ**

**সম্পত্তি নং ১.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৫০২, পরিমাপ ১০৩৫ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে সহ অবস্থিত ষষ্ঠতলে জি-৫ তলা ভবনে , ২ বেড রুম, ২ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ লিভিং রুম তথা ডাইনিং রুম, ২ ব্যালকনি, অবস্থিত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ৪৪/৪ চৌধুরী পাড়া লেন, ওযার্ড নং ০৪৪, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, পোস্ট অফিস সাঁতরাগাছি, চ্যাটার্জি হাট থানা অধীন (পুরানো থানা শিবপুর)-হাওড়া, পিন -৭১১১০৪, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস -হাওড়া এবং অবস্থিত জেলা হাওড়া, অবস্থিত মৌজা-শিবপুর সিট নং ০০৮, নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ১৮১। এলআর প্লট নং ১২৬ এবং ১৮৮ এলআর খতিয়ান নং ১১৩, ১২৪, ১৮১,২৪২, এবং ২২৪, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ সুবিধা এবং সকলের ব্যবহারের পরিষেবা সহ।
**সম্পত্তি নং ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ৮১৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে অবস্থিত একতলায় উক্ত ভবনে (অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাপ ৫ কাঠা ১০ ছটাক ৩৪ বর্গফুট কমবেশি) এবং ২ রুম, ১ হল, অবস্থিত মৌজা : শিবপুর, সিট নং ০০৮, জেএল নং ২৮, এলআর দাগ নং ১২৬, এলআর খতিয়ান নং ১৮১, প্লট নং ১২৬, এবং ১৮৮, প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ৪৪/৫, চৌধুরী পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ০৪৪ , হাওড়া পৌর নিগম অধীন থানা চ্যাটার্জি হাট(বর্তমানে) পূর্বতন শিবপুর, জেলা হাওড়া পিন -৭১১১০৪।
**সম্পত্তি নং ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৪, পরিমাপ আনুমানিক ৭৭৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে অবস্থিত ৪র্থতলে উক্ত ভবনে (অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাপ ৫ কাঠা ১০ ছটাক ৩৪ বর্গফুট) ২ বেড রুম, ১ টয়লেট , ১ কিচেন, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এবং ১ ব্যালকনি, অবস্থিত মৌজা : শিবপুর , সিট নং ০০৮, আরএস খতিয়ান নং ১৮১, এলআর প্লট নং ১২৬ এবং ১৮৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৩, ১২৪, ১৮১,২৪২, এবং ২২৪, প্রেমিসেস নং /হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন, ওযার্ড নং ০৪৪, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, পোস্ট অফিস সাঁতরাগাছি, চ্যাটার্জি হাট থানা অধীন(বর্তমানে) (পুরানো থানা শিবপুর)-হাওড়া, পিন -৭১১১০৪।
**সম্পত্তি নং ৪ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক স্পেস পরিমাপ ৪৮২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ মার্বেল মেঝে অবস্থিত একতলায় উক্ত ভবনে (অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাপ ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট কমবেশি) , ১ রুম, ১ টয়লেট, অবস্থিত হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং ৫৬/২/১, দেশপ্রাণ সাসমল রোড, ওয়ার্ড নং ২৩, দাগ নং ১২৬ এবং ১৮৮, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, থানা : ব্যাঁটরা, পোস্ট অফিস কদমতলা, জেলা হাওড়া, পিন -৭১১১০১।
**সম্পত্তি নং ৫ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪ই, মার্বেল মেঝে পরিমাপ ৫৩৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পঞ্চম তলে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় জি-৪ তলা ভবনে এমসিজি পার্ল রাধা রানি, প্রথম তপশিলে অবস্থিত সিএস দাগ নং ৩৭৭, ৩৭৮, এবং ৩৮২, খতিয়ান নং ৬৫৫ এবং ২৬, তৌজি নং ৭৪-৭৭, ৮২, অবস্থিত এলআর দাগ নং ৫৩৪ , ৫৩৫, এবং ৫৩৯, এলআর খতিয়ান নং ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৫, ২৪৩৬, ২৪৩৭, ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১, ২৪৪২,২৪৪৩, ২৪৪৪৪, ২৪৪৫ এবং ২৪৪৬,মৌজা : মুরাদপুর, জেএল নং ১৩, পরগনা : মাগুরা, থানা : পূর্বতন ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, ডাক প্রেমিসেস নং ২৯ এবং পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫১ কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, হরিদেবপুর কলকাতা- ৭০০০০৮, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
**সম্পত্তি নং ৬ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪ডি, পরিমাপ ৭৯০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পঞ্চমতলে, উত্তর দিকে, জি-৪ তলা ভবনে এমসিজি পার্ল রাধা রানি, তপশিলে উল্লিখিত মতে সিএস দাগ নং ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮২, খতিয়ান নং ৬৫৫ এবং ২৬, তৌজি নং ৭৪-৭৭, ৮২, অবস্থিত এলআর দাগ নং ৫৩৪, ৫৩৫, এবং ৫৩৯,এলআর খতিয়ান নং ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৫, ২৪৩৬, ২৪৩৭, ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১, ২৪৪২,২৪৪৩, ২৪৪৪৪, ২৪৪৫ এবং ২৪৪৬,মৌজা : মুরাদপুর, জেএল নং ১৩, পরগনা : মাগুরা, থানা : পূর্বতন ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, ডাক প্রেমিসেস নং ২৯ এবং পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫১ কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, হরিদেবপুর কলকাতা- ৭০০০০৮, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তারিখ: ০২.১২.২০২৫, স্থান: কলকাতা

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

# ভারতীয় বাবার বাংলাদেশি ছেলে!

## বাদুড়িয়ায় একাধিক গরমিল প্রকাশ্যে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** এসআইআর-এর ফর্ম জমা পড়তেই একাধিক গড়মিল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। অন্যের নাম ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় নাম তুলে সরকারি প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন বহু বাংলাদেশি। সেই চিত্র দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার শায়েস্তানগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরালি গ্রামে। ভারতীয় বাবার বাংলাদেশি ছেলে। এসআইআর-এর ফর্ম জমা হতেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। জানতে পেরে প্রশাসনের দ্বারস্থ ভারতীয় বাবার আসল ছেলে। অভিযুক্তকের ভারতীয় নাম মহিদুল ইসলাম মোল্লা। বাংলাদেশে তাঁর আসল নাম মহিদুল মণ্ডল। অভিযোগ, মহিদুল ইসলাম মোল্লা ভারতীয় খোদাবক্স মোল্লাকে অবৈধভাবে বাবা বানিয়ে ভারতীয় ভোটার কার্ড আধার কার্ড সরকারি সুবিধা সবই ভোগ করছেন। এমনকি এবার তিনি এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করেছেন। মহিদুল ইসলাম মোল্লার বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় বাড়ি। আনুমানিক ১০ বছর আগে পাসপোর্টে ভারতে আসেন। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার শায়েস্তানগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরালি গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই প্রতিবেশী খোদাবক্স মোল্লাকে বাবা সাজিয়ে ভোটার লিস্ট আধার কার্ড-সহ ভারতীয় সকল রকম নথি বের করেছেন তিনি। এসআইআর চালু হতেই মহিদুল ইসলাম মোল্লা ফর্ম ফিলাপ করেছেন, যেখানে বাবা হিসেবে খোদাবক্স মোল্লাকে বাবা সাজিয়ে ফর্ম জমা দিয়েছেন। এরপরেই ঘটনাটি জানাজানি হতেই খোদাবক্স মোল্লার ছেলে এবং নাতি বিডিও ও এসডিও দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানান। তাঁদের দাবি-তাঁদের বাবা, ঠাকুরদার নাম ওই ভোটারের থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হোক। আর এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। অন্যদিকে, হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় এক বাংলাদেশি আরেক ভারতীয়কে বাবা সাজিয়ে নথি জোগাড় করে সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের সাহেব খালির গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৯ নম্বর বুথের। সেখানকার বাসিন্দা নুর আলি মোড়লকে বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড বানিয়েছে আনোয়ার মোড়ল। নুরাআলি মোড়ল তিনি ইলেকশন কমিশনে অনলাইনে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর দুটি সন্তান, এই আনোয়ার মোড়ল বলে তাঁর কোনও সন্তান নেই। তিনি এমনটাই দাবি করছেন। তিনি বলছেন, 'বাংলাদেশে এই আনোয়ারের বাড়ি, সে অবৈধভাবে ভারতে এসে বসবাস করছে। কিভাবে আমার ডকুমেন্টস নিয়ে ভোটার কার্ড বানিয়েছে সেটা আমি জানি না। আমি চাই ওর ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ যাক।' পাল্টা অভিযোগ করছেন আনোয়ারের স্ত্রী মোমেনা বিবি, তিনি দাবি করছেন, 'নুরাআলির তিনটি সন্তান রয়েছে।' হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি নেত্রী সন্ধ্যা করণ তিনি বলেন, 'নুরুআলি মোড়ল, ওনার দুই ছেলে আছে আমরা যানি। কিন্তু আনওয়ার মোড়ল ওনার ছেলে না, সে বাংলাদেশি।'

# একটি সরকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করলে সমস্যা হবেই: অর্পিতা ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** 'একটি সরকার যখন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করে তখনই সমস্যা হয়।' বারাসাতে এসে এসআইআর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এমনভাবেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন রাজ্যসভার সাংসদ অর্পিতা ঘোষ। এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসাতে এসে দু'টি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি। একটি ওয়ার রুম পরিদর্শন ও কার্যপ্রণালী দেখেন, পরে বারাসাত পুরসভার পুরো প্রতিনিধি ও দলীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে এসআইআর নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে অর্পিতা জানান, 'বারাসাত খুব ভালো কাজ করেছে। কিছু সমস্যা ছিল সেটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।' এদিন তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ



ছিল। তাই দুই বছরের কাজ দুই মাসে করতে চেয়েছে। আর তাতেই সাধারণ মানুষ-সহ বিএলও-দের উপর চাপ তৈরি হয়েছে। দেশজুড়ে এই মৃত্যু ও আত্মহননের চেষ্টা তারই প্রতিফলন। একটি সরকার যখন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে তখন তার ফল খুব খারাপ হয়। মানুষ আর হিন্দু-মুসলিম এই তত্ত্ব খাচ্ছে না। তাই আগামীতে বাংলায় বিজেপি আসন সংখ্যা আরও কমে যাবে। আর তৃণমূল কংগ্রেসের আগের থেকে বেশি আসন নিয়ে বাংলার সরকার গঠন করবে।' সীমান্ত দিয়ে মানুষ বাংলাদেশে ফেরার বিষয়ে অর্পিতা বলেন, 'যারা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফিরছেন, তাদের ভোটার লিস্টে নামই ছিল না। এই পরিস্থিতির মধ্যে তারা তাদের দেশে ফিরছে। এর সঙ্গে এসআইআর-এর কোনও প্রশ্নই নেই। পালটা আমাদের প্রশ্ন, তারা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকা বিএসএফ নজর এড়িয়ে এদেশে ঢুকল কি করে? সীমান্তরক্ষী বাহিনী কী ঘুমাচ্ছিল?' এদিন প্রশ্ন তোলেন অর্পিতা। এদিনের অনুষ্ঠানে অর্পিতা ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস মিত্র, বারাসাত শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের চয়ন দাস, পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, চম্পক দাস, অরুন ভৌমিক, প্রাক্তন পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি-সহ অন্যান্যরা।

# আরামবাগে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে কটাক্ষ ও ক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** এসআইআর আবহে আরামবাগ মহকুমা জুড়েই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিষেবা চালু করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু আরামবাগ মহকুমার প্রতিটি ব্লকের অধিকাংশ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। সেই সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন না করে কেন এই চমকপদ ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিসেবা চালু করল প্রশাসন, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই প্রশ্ন কেবল বিরোধীরা নয়, আমজনতাও তুলছে। তাদের দাবি, আরামবাগ মহকুমার প্রান্তিক এলাকায় আরও বেশি করে স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাছাড়া যে সব স্বাস্থ্য ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেই গুলির উন্নয়ন করা দরকার। পাশাপাশি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করার পাশাপাশি স্থায়ী এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করা এবং আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীকে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু সে সব না করে ভোটের আগে চমক দেওয়ার জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিসেবা চালু করা



হল। এই বিষয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'হাসপাতাল বা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নতি না করে, প্রয়োজনীয় ডাক্তার না পাঠিয়ে, খানাকুলের প্রতিটি বেহাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য টাকা বরাদ্দ না করে ভোটের আগে চমক ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। আমি ২০২১ থেকে বারবার বিধানসভায় দাবি করেছি খানাকুলের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির জন্য সরকারি সহায়তা দেওয়া হোক। শেষ অধিবেশনে কক্ষে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে চিঠি পর্যন্ত দিলাম কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিসেবা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তৃণমূলের উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে।' সিপিএমের নেতা পুর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নির্বাচনের আগে এটি একটা লোক দেখানো প্রচার। মোবাইল ইউনিটের নাম করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঘুন ধরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নার্স নেই, ডাক্তার নেই, অ্যাম্বুলেন্স নেই, ফার্মাসিস্ট নেই, ওষুধ নেই। সেগুলির উন্নয়নের চিন্তা নেই। ভোটের আগে এইসব প্রচার করা হচ্ছে। মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়নের কোন চেষ্টা নেই সরকারের। কেবল চমক দিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে।' অপরদিকে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি স্বপন নন্দী বলেন, 'এটা একটা ঐতিহাসিক প্রকল্প। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা থেকে ব্লক ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন করেছেন। সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিসেবার আওতায় আনার জন্য এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যারা বলছে, তারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না। আসলে বিরোধীদের গাত্র জ্বালা হচ্ছে। এত সুন্দর স্বাস্থ্য পরিসেবা সারা ভারতে নেই।' সবমিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মতো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতেও মরিচা পড়ে গেছে। বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

# ৮০ শতাংশ ইসিএল আধিকারিক খনির নীচে যান না, ক্ষোভ শ্রমিক সংগঠনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** শ্রমিক সংগঠন কলিয়ারি মজদুর কংগ্রেস এইচএমএস-এর নতুন অফিসের উদ্বোধন হল পাণ্ডবেশ্বর কুমারডিহি 'এ' কোলিয়ারি চত্বরে। ইসিএল-এর শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেস এইচএমএস শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক স্বার্থে লড়াই করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ইসিএল-এর বাকোলা এরিয়ার কুমারডিহি 'এ' কোলিয়ারিতে এইচএমএস-এর নির্দিষ্ট কোনও দলীয় কার্যালয় ছিল না। শ্রমিক সংগঠন কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেস এইচএমএস-এর কুমারডিহি 'এ' কলিয়ারির সেক্রেটারি দীননাথ মুখার্জি ও তার সংগঠনের শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় একটি অফিস ঘরের উদ্বোধন হল এদিন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে ফিতে কেটে অফিস ঘরের উদ্বোধন করলেন কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেসে এইচএমএস-এর জেনারেল সেক্রেটারি শিবকান্ত পাণ্ডে। সঙ্গে ছিলেন বাঁকোলা এরিয়ার এইচএমএস-এর সেক্রেটারি মিন্টু ব্যানার্জি, সাবে আলম, বিষ্ণুদেব নুনিয়া, প্রফুল্ল চ্যাটার্জি ও সংগঠনের অন্যান্য কর্মীরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে এসে কোলিয়ারি মজদুর কংগ্রেস এইচএমএস-এর জেনারেল সেক্রেটারি শিবকান্ত পাণ্ডে ইসিএল-এর লেবার কোড প্রসঙ্গে বলেন, 'যেভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থা লেবার কোড এনেছে তাতে কোনও শ্রমিকের ভালো হবে না। ইসিএল বর্তমানে কোন স্থায়ী শ্রমিক চায় না। আর সেই কারণেই বিভিন্নভাবে ইসিএলকে বেসরকারি করণের পথে ঠেলে দিচ্ছে।' পাশাপাশি তিনি ইসিএল এর আধিকারিকদের এক হাত নিয়ে বলেন, 'খনি সংস্থা ২০০ কোটি টাকার মতো পেমেন্ট করে আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যালাউন্স-এর জন্য অথচ ইসিএল আধিকারিকদের ৮০ শতাংশ এজেন্ট ম্যানেজার খনির নিচে যান না। তাহলে আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যালাউন্স কেন তারা পাবে?'

# বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** মাসিক মানবিক ভাতা বৃদ্ধি, আবাসের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার-সহ মোট ১১ দফা দাবিতে বুধবার প্রতিবন্ধী দিবসে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতর চত্বরে বিক্ষোভ দেখালো শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি। নিজেদের দাবির সমর্থনে এদিন বাঁকুড়া শহরে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তর চত্বরে বিক্ষোভ দেখান প্রতিবন্ধীরা।

এ রাজ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য মানবিক-সহ একাধিক প্রকল্প রয়েছে। সেই প্রকল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধীরা প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা পান। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চড়া বাজারদরে সংসার চালাতে গিয়ে সামান্য ওই ভাতায় হিমসিম অবস্থা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের। এই অবস্থায় অবিলম্বে মানবিক প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধি, আবাস প্রকল্পে প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার, বিভিন্ন বেসরকারি কারখানা ও সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সুবিধা দান, আশা ও আইসিডিএস কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের আসন সংরক্ষণ সহ মোট ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছে এরাজ্যের প্রতিবন্ধীদের অন্যতম বড় সংগঠন শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি। এদিন প্রতিবন্ধী দিবসে সেই দাবিগুলিকে সামনে রেখে বাঁকুড়ার তামলী বাঁধ থেকে মিছিল শুরু করেন প্রতিবন্ধীরা। পরে মিছিল বাঁকুড়ার জেলা শাসক দপ্তর চত্বরে প্রবেশের চেষ্টা করলে দপ্তরের মেইন গেটের সামনে মোতায়েন থাকা পুলিশ মিছিলের পথ রোধ করে। পরে সেখানেই বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন প্রতিবন্ধীরা। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ওই সংগঠন।

# ২৬ বছর আগে নিরুদ্দেশ হওয়া ছেলেকে খুঁজে দিল এসআইআর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া:** ২৬ বছর আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে দিল এসআইআর। খুশির হাওয়া পরিবার-সহ গোটা এলাকায়, নির্বাচন কমিশন এবং বিএলওর প্রশংসা বৃদ্ধ বাবা-মা সহ আত্মীয় পরিজনরা। এসআইআর আবহে একদিকে যেমন সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ পালানোর হিড়িক অনুপ্রবেশকারীদের, অন্যদিকে হারিয়ে যাওয়া একমাত্র ছেলেকে ২৬ বছর পর এসআইআর-এর জন্যই ফিরে পেল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কখনও অন্যকে বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড করার অভিযোগ সামনে এসেছে, কখনও মৃত অনেক ভোটারের নামও দেখা যাচ্ছে। আবার কখনও সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে পালানোর হিরিক।

এসআইআর শুরু হতেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত এখনও জারি রয়েছে। আর এরই মধ্যে এসআইআর হওয়ায় বৃদ্ধ দম্পতি শেষ বয়সে ফিরে পেলেন ২৬ বছর আগে বেপাত্তা হয়ে যাওয়া তাঁর একমাত্র ছেলেকে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর একমাত্র ছেলেকে নিয়ে ছিলেন হাবড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত দত্ত ও তাঁর স্ত্রী সান্তনা দত্ত। প্রশান্ত ও তাঁর ছেলে তরুণ দত্ত একসময় ধান কেনাবেচার ব্যবসা করতেন। তবে তরুণ ব্যবসায় লোকসান এবং বেশ কিছু লোকের কাছে দেনাদারিতে জড়িয়ে তা শোধ করতে না পারায় লোক লজ্জা, অপমানের ভয়ে প্রায় ২৬ বছর আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ দম্পতি তারপর থেকে আর ছেলেকে দেখেননি। তবে পাওনাদারদের চাপ দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় বৃদ্ধ নিজে জায়গা, জমি বিক্রি করে ছেলের সেই দেনা মিটিয়েছেন। এরপরেও ছেলের খোঁজ না পাওয়ায় কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা- মা। সম্প্রতি এসআইআর শুরু হতে বৃদ্ধ দম্পতি সঙ্গে তার ছেলে তরুণ দত্তের ফর্ম



বাড়িতে এসে দিয়ে গিয়েছিল স্থানীয় বিএলও। প্রশান্ত দত্ত নিজের পাশাপাশি স্ত্রী ও ছেলের ফর্ম পূরণ করে স্থানীয় বিএলওর কাছে জমা দেন। গত মাসের ২৯ হাবড়ার ২৫৯ নম্বর বুথের বিএলও তপন ধর সেই ফর্ম নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ম্যাপিং করার সময় দেখতে পান প্রশান্তর ছেলে তপনের নাম পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি জায়গা থেকে অলরেডি ম্যাপিং করা হয়ে গিয়েছে। বিএলও তপন ধর তখন পশ্চিম মেদিনীপুরের নির্দিষ্ট যে জায়গা থেকে তরুণ দত্তের নাম অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে, সেই জায়গার বিএলওর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানায় তরুণ তার এলাকার ভোটার তার বাবা সমস্ত নথি দিয়ে গেছে। সে সময় ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে সেই বিএলও জানান, তরুণ নিজে এসে তাঁকে ফর্ম জমা দিয়ে গেছে। এরপর ওইদিন রাত আটটা নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুরের সেই বিএলও মারফত হাবড়ার ২৫৯ নম্বর বুথের বিলও তপন ধর তরুণ ও তার পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এরপরেই তরুণের হাবড়ায় থাকা বাড়ির কথা জানতে পারে।২৬ বছর আগে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া তরুণ মেদিনীপুরে বিয়ে করে বসবাস শুরু করেছে কলেজ পড়ুয়া ছেলেও রয়েছে তাঁর। এরপরই তরুণের ছেলে তপন বাবুর কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে তার দাদু প্রশান্তকে ফোন করে এবং দুই পরিবারের মধ্যে কথোপকথন হয়। বৃদ্ধ দম্পতি তরুণকে জানান, সমস্ত দেনাদারি তারা মিটিয়ে দিয়েছেন সে যেন বাড়িতে চলে আসে আর পাওনাদারেরা তাকে চাপ দিতে পারবে না তাতে এখন আশ্বস্ত হয় তরুণ। খবর পেয়ে তরুণের দিদিদের সঙ্গেও তাঁর ভিডিও কলে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। এখন তরুণ চায় তার বৃদ্ধ বাবা মার কাছে ফিরতে। বৃদ্ধ দম্পতি জানায় সবই সম্ভব হয়েছে এই এসআইআর-এর কারণে না হলে শেষ বয়সে আর ছেলেকে ফিরে পাওয়া হত না। এখন মরে গেলেও তাদের আক্ষেপ থাকবে না। সে সময় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার উপর মাঝে এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন ছেলে হয়তো আর কোনদিনই ফিরবে না। অথবা কোনও অঘটন ঘটে গিয়েছে। ধন্যবাদ জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন থেকে বিএলও সবাইকে।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
**রেজিস্টার্ড অফিস:** এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
**CIN No.:** L67120MH2008PLC181833
**ব্রাঞ্চ অফিস:** কলকাতা

L&T Finance

**দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

**সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবতীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে**

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা/গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

| ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম | দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি | | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত) |
|---|---|---|---|---|
| | | এনপিএ তারিখ | বকেয়া রাশি (₹) | |
| H1729929092103 0011 | 1. মেসার্স জে.এস.এন্টারপ্রাইস (ইহার মালিক শ্রী রাজশ্রী সাহা'র মাধ্যমে) – ঋণগ্রহীতা<br>2. জয়ন্ত সাহা<br>3. রাজশ্রী সাহা | দাবি বিজ্ঞপ্তি তারিখ : 24/11/2025<br>এনপিএ তারিখ : 02/04/2025 | 22/11/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ43,93,767.27/– (তেতাল্লিশ লাখ তিরানব্বই হাজার সাতশো সাতষট্টি টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র) | **অনুসূচি-I**<br>কম–বেশী 1300 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপ হওয়া, সেকেণ্ড ফ্লোরে, দক্ষিণ দিকে, ফ্ল্যাট নং এ, যেটা সকল পথাধিকারের সঙ্গে একত্রে জমি ও কমন অংশ তথা ভাগে আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ সহ একত্রে, 24 পরগণা (উত্তর) জেলাতে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 15/10, ইটালগাছা রোড, ওয়ার্ড নং 10 হওয়া, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় এক্তিয়ারের মধ্যে কাশীপুর দমদমে, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস অধীনে, মৌজা – সুলতানপুর, থানা – দমদম, জে.এল. নং 10, আর.এস. নং 148, তৌজি নং 172/173, দাগ নং 667, 689, খতিয়ান নং 648, 448 এবং 121–তে থাকা ও অবস্থিত জমিতে আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ সহ একত্রে দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং 15/10, ইটালগাছা রোড, ওয়ার্ড নং 10–এ মৌজা – সুলতানপুর, থানা – দমদম, দাগ নং 667, 689, খতিয়ান নং 648, 448 এবং 121 অধীনস্থ। |

**তারিখ:** 04.12.2025
**স্থান:** কলকাতা

স্বাক্ষরিত
**অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

GIC HOUSING FINANCE LTD.

**জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ**

রেজিঃ অফিস : ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (দুর্গাপুর): এমএনএভি-২০, নর্থ এভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩২১৬, শাখা মেইল আইডি: durgapur@gichfindia.com
টেলিফোন নং ৯৯৬২২৭৪৩১৬ / ৭০০৩০৯১৪৮৮, অনুমোদিত অফিসার : সুভাষ মান্না

**ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

যেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী, জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩ (১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উপরোক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এবং ১৪ সহ রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেছি।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং | সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (সুপার বিল্ট আপ স্কোয়ার ফুটে) | দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ | বাস্তবিক দখলের তারিখ | মোট বকেয়া (মূল, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ) (টাকায়) | সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | নরেন্দ্র নাথ ভদ্র এবং সর্বাণী ভদ্র WB0460610001463 (দুর্গাপুর শাখা অফিস) | ''দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট'' , ফ্ল্যাট নং : ২/এ,৩য়তলা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৫ বর্গফুট এবং এক কার পার্কিং স্পেস এরিয়া ৮০ বর্গফুট, বেসমেন্টে প্লট নং এলআর ২২৫৬, গাট নং জেএল নং -৯১, খতিয়ান আরএস ১৬৩, আরা কালিনগর, আরা কালিনগর সৃজনী এর নিকট,গ্রাম : কালিনগর, অবস্থিত শঙ্করপুর, তালুক: আরা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১৩২১২, থানা: এনটিপিএস। | ১৩.০২.২০১৮ | ২৯.০৮.২০২৫ | ৪৫,০৬,৬৩৩/- ৩০.১১.২০২৫ অনুযায়ী | ১৭,৩৭,০০০/- |

**ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ১৯.১২.২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ১৮.১২.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫:০০ টার আগে।**

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **''যেখানে যেমন আছে''** এবং **''যেমন আছে তেমন আছে''** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

**অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-**

১. ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ''মেসার্স. ৪ক্লোজার'' এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।

**২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in/ -এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঠিকানা: # ৬০৫ এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম: ৮১৪২০০০০৬৪ / ৬৬, শ্রী প্রকাশ prakash@bankauctions.in, যোগাযোগের বিশদ : ৯৯৬২২৭৪৩১৬ / ৭০০৩০৯১৪৮৮।**

৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি একট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।

৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।

৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।

৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।

**৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের @ ১০% বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ: ব্যাঙ্কের নাম: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর: 005111010000039 - অ্যাকাউন্ট নাম: জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ ই অকশন কালেকশন, শাখার নাম: এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা: ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লামাটিও নরিমান পয়েন্ট মুম্বাই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড - UBIN0800511**

৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।

৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে ''অনলাইনে'' জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।

১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।

১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।

১২. দরদাতারা ''ক্যাভিট এম্পটর'' (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।

১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।

১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।

১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।

১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।

১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে তেমন আছে'', '' সেখানে যা কিছু আছে'' এবং রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে** সম্পত্তি অকশন করা হবে ।

১৯. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদার বিক্রয় নিশ্চিত করার আগে জিআইসিএইচএফএল এর কাছে যান, চুক্তিভিত্তিক বকেয়া + খরচ + বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫% হারে সুদ + ক্রয় অর্থের ৫% (বিক্রয় পরবর্তী অর্থ সফল দরদাতাকে প্রদান করতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে জিআইসিএইচএফএল পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং বন্ধককারীর কাছে দখল হস্তান্তর করবে।

২০. সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুসারে বিড পরিমাণের ২৫% (জমাকৃত বায়না জমা সহ সহ) অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকি ৭৫% দরমুল্য ১৫ দিন বা পক্ষগুলির (এও এবং সফল দরদাতা) মধ্যে সম্মতিক্রমে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে, অনুমোদিত অফিসকে বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।

**২১. সর্বনিম্ন দর বৃদ্ধির মূল্য ১০,০০০/- টাকা।**

**সরফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।**

**তারিখ : ০৪.১২.২০২৫**
**স্থান: দুর্গাপুর**

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

# পাক-চরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত গুরুগ্রামের আইনজীবী

**গুরুগ্রাম, ৩ ডিসেম্বর:** আইএসআই-এর হয়ে চরবৃত্তি এবং গোপন তথ্য পাচারের অভিযোগে গুরুগ্রাম থেকে রিজওয়ান নামে এক আইনজীবীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হাতে তথ্য তুলে দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। একই অভিযোগে তাঁর আরও এক বন্ধু মুশারফ ওরফে পারভেজকেও আটক করেছে পুলিশ। রিজওয়ানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পেশায় আইনজীবী মুশারফ ওরফে পারভেজকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। তিনিই তদন্তকারীদের রিজওয়ানের যাতায়াত ও টাকার লেনদেন সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। মুশারফের দাবি, ২০২২ সালে সোহনা কোর্টে ইন্টার্নশিপের সময় দু'জনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। চলতি বছরের জুলাই মাসে দু'জনে অমৃতসরে গেলে 'গোল্ডেন টেম্পল' চত্বরে কয়েক জন বাইকে আসা ব্যক্তির কাছ থেকে একটি টাকার ব্যাগ সংগ্রহ করেন রিজওয়ান। পরে দুর্ঘটনার কারণে ট্রেনে ফিরলেও আগস্টে আবার অমৃতসর যান তাঁরা; গাড়ি আনতে। সেখানেই মাঝরাতে আবার 'টাকা আনতে' বেরিয়ে যান রিজওয়ান। তদন্তে উঠে এসেছে, মোট সাত বার অমৃতসর গিয়ে স্করপিও ও স্কোডা গাড়িতে আসা ব্যক্তিদের থেকে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে রিজওয়ান স্বীকার করেছেন, মোট ৪১ লক্ষ টাকা নগদ তিনি সংগ্রহ করেন এবং অজয় অরোরা নামে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। তাঁর নামে দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও ছিল;পিএনবি এবং ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকে। এর মধ্যে পিএনবি অ্যাকাউন্টটি 'অস্বাভাবিক লেনদেন'-এর কারণে কয়েক মাস আগে বন্ধ হয়ে যায়। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, ওই অ্যাকাউন্ট দিয়েই ঘুরত পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের পাঠানো কোটি টাকার হাওয়ালা অর্থ, যা দিয়ে পঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাড়ানোর চেষ্টা চলছিল।

রিজওয়ানের ল্যাপটপ ও মোবাইল থেকে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। জেরায় তাঁর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ইউএপিএ এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।অন্যদিকে, এই মামলায় অমৃতসর থেকে আরও তিন জন;সন্দীপ সিং ওরফে গগন, অমরদীপ সিং ও জশকরণ সিংকে গ্রেফতার করেছে সিট। অভিযোগ, পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের পাঠানো বড় অঙ্কের টাকা রিজওয়ানের হাতে পৌঁছে দেওয়া এবং পঞ্জাবে দেশবিরোধী কার্যকলাপে অর্থ জোগানোর দায়িত্ব ছিল তাঁদের ওপর।

# দিল্লির পুর উপনির্বাচনে ৭ আসনে জয় বিজেপির, খাতা খুলল কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর:** দিল্লি পুর উপনির্বাচনের ১২ আসনের মধ্যে ৭টিতে জয়ী বিজেপি, আম আদমি পার্টির দখলে ৩টি, কংগ্রেস জয়ী একটি আসনে এবং অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক একটি আসনে জিতেছে। দক্ষিণপুরীর ১৬৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এমসিডি উপনির্বাচনে আম আদমি পার্টির রাম স্বরূপ কানোজিয়া জয়ী হয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই জয়ের কৃতিত্ব আমি অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বিধায়ক প্রেম চৌহান এবং জনসাধারণকে দিচ্ছি। আমরা জয়ী হয়েছি, তাই খুবই খুশি। আমি এখানে প্রচুর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা পেয়েছি। অনেক বিজেপি নেতা এখানে প্রচারের জন্য এসেছিলেন, কিন্তু আমরা কাজ চালিয়ে গিয়েছিলাম এবং জয় নিশ্চিত করেছি। আমি আমার ওয়ার্ডে জনসাধারণের সেবা করব।' চাঁদনি চক থেকে এমসিডি উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপির সুমরকুমার গুপ্তা। জয়ের পর তিনি দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে।

# ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শাহের

**নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর:** 'মহান দেশভক্ত ও অমর বীর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মজয়ন্তীতে জানাই কোটি কোটি প্রণাম।' বুধবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, শৌর্য, সাহস ও মাতৃভূমির প্রতি অসীম ত্যাগের প্রতীক ক্ষুদিরাম বসু ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্য দেশের যুবসমাজকে সংগঠিত করে সশস্ত্র বিপ্লবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং স্বদেশি আন্দোলনের জন্য দেশবাসীকে জাগ্রত করেছিলেন। অসংখ্য বিপ্লবীর প্রেরণাস্বরূপ ক্ষুদিরাম বসুকে ইংরেজ শাসনের নৃশংস নির্যাতনও বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি হাসিমুখে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর বীরগাথা যুগে যুগে তরুণ হৃদয়ে দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে যাবে।'

# শ্রম আইনের বিরোধিতা করে বিরোধীদের ধরনা

**নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর:** শ্রম আইনের বিরোধিতায় বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে ধরনা প্রদর্শন করলেন বিরোধীরা। সনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, রাহুল গান্ধি প্রমুখ ধরনা কর্মসূচিতে অংশ নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন। এদিকে, কেন্দ্রীয় ফান্ডের দাবিতে এদিন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরাও সংসদ চত্বরে ধরনা দেন। বিরোধীদের ধরনা কর্মসূচির নিন্দা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, 'এই লোকজন কেবল মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই ধরনের কাজ করে, কারণ জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। সংসদের বাইরে, তাঁরা স্পিকারের বিরুদ্ধে কথা বলে; এই ধরনের কাজ করা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।'

# ধর্মেন্দ্রর চিতাভস্ম বিসর্জন হরিদ্বারের গঙ্গায়

**হরিদ্বার, ৩ ডিসেম্বর:** ধর্মেন্দ্রর চিতাভস্ম বুধবার সকালে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। ধর্মেন্দ্রর দুই ছেলে সানি দেওল এবং ববি দেওল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অভিনেতার চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দেন। অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর পরিবার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে হরিদ্বারে পৌঁছন। তাঁদের আগমন এবং চিতাভস্ম বিসর্জনের তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল। সকলেই হোটেল পিলিভিটে উঠেছিলেন। বুধবার সকালে সানি দেওল, ববি দেওল এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা হোটেলের পিছনের ঘাটে ধর্মেন্দ্রর চিতাভস্ম বিসর্জন দেন। গঙ্গায় স্নান করার পর, পরিবারের সদস্যরা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেন। এদিকে, ব্যক্তিগত ঘাটে ভস্ম বিসর্জন দেওয়ার ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পুরোহিত সম্প্রদায়। 'শ্রী গঙ্গা সভা' নামক একটি সংগঠনের সভাপতি নীতিন গৌতম বলেছেন, প্রিয়জনের ভস্ম কোথায় বিসর্জন দেওয়া হবে, তা বেছে নেওয়া ব্যক্তিগত বিষয় হলেও, হরিদ্বার হিন্দুদের জন্য একটি সম্মানিত তীর্থস্থান এবং হর কি পৌরিতে ভস্ম বিসর্জন দেওয়ার নিয়ম শাস্ত্র অনুসারে।

## ময়দান

# শিশির আর জঘন্য ফিল্ডিংয়ে ব্যর্থ বিরাটদের শতরান, সিরিজে সমতা ফেরাল দঃ আফ্রিকা

**রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর:** বর্তমান ওয়ানডে ক্রিকেটে ৩৫০,৩৬০ রানও আর নিরাপদ নয়;রায়পুরে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ তা আরও একবার প্রমাণ করল। ভারতের ৩৫৮ রানের বিশাল স্কোরও শেষ পর্যন্ত প্রোটিয়াদের সামনে টিকল না। বুমরাহকে বিশ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত আরও চোখে লাগল। কারণ তাঁকে ছাড়া ভারতীয় বোলিং আক্রমণ যেন ধার হারিয়ে ফেলেছে। রাঁচির ম্যাচেও সাড়ে তিনশো রান তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ অবধি ম্যাচে ছিল। যদিও সেখানে শেষ হাসি ভারতই হেসেছিল। কিন্তু রায়পুরে সেই গল্পটা বদলে গেল। এদিন মার্করাম শুরু থেকেই ভয়ডরহীন ব্যাটিং করে ভারতীয় বোলারদের চাপে ফেলে দিলেন। প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর এই ম্যাচে ওপেন করতে নেমেই এল দুর্দান্ত সেঞ্চুরি। তাঁর সঙ্গে ব্রিৎজকি ও ব্রেভিসও কার্যকর ইনিংস খেললেন;যথাক্রমে ৬৮ ও ৫৪ রান। তাঁদের সম্মিলিত প্রতাপে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৯.২ ওভারে লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলল। ভারতীয় বোলারদের দিকে তাকালে হতাশাই বাড়ে। হর্ষিত রানা, অর্শদীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ;কারোর হাতেই ছিল না উইকেট আনার ধার। এত বড় রানতাড়া করতে নেমেও প্রোটিয়ারা একবারও বেসামাল হয়নি। প্রশ্ন উঠছে;২০২৭ সালের বিশ্বকাপে এই বোলিং শক্তি নিয়েই কি বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছে ভারত? ম্যাচের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়, অবশ্যই, ছিলেন বিরাট কোহলি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। দু'জনের ১৯৫ রানের জুটি ভারতকে দাঁড় করিয়েছিল বিশাল রানের পাহাড়ে। রায়পুরে ৯৩ বলে ১০২ রানের চিরচেনা লড়াকু ইনিংস খেললেন বিরাট। রাঁচির পর এদিনও শতরান; টানা দু'বার সেঞ্চুরি হাঁকালেন তিনি ১১তম বার। এই নজির বিশ্বের আর কোনো ব্যাটারের নেই। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। পাশাপাশি, বিভিন্ন ভেন্যুতে সর্বাধিক ওয়ানডে সেঞ্চুরির (৩৪*) রেকর্ডও ছিনিয়ে নিলেন তিনি। তাঁর পরেই আছেন শচীন তেণ্ডুলকার।রুতুরাজ গায়কোয়াড় পেলেন জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। ভারতীয় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত যেন আরো একবার স্পষ্ট করে দিল তাঁর ব্যাট। কিন্তু এত সব রেকর্ড, এত সব ব্যাটিং প্রদর্শন;শেষ পর্যন্ত রঙ চড়িয়ে দিল না ভারতের স্কোরবোর্ডে। দিনের শেষে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩৭ বছর বয়সেও বিরাট কোহলির আগুনে শরীরী ভাষা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সেই লাফ, সেই উদ্দীপনা, সেই আবেগ;সবই প্রমাণ করে তিনি কখনও লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান না। বাইশ গজে প্রতিপক্ষ বোলারদের পাশাপাশি নিজের ঘরের ভিতরেও নানা বিতর্কে জড়াতে হচ্ছে তাঁকে। গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতি ড্রেসিং রুমে নতুন ধোঁয়াশা তৈরি করেছে; এমন গুঞ্জনও উঠেছে। কিন্তু এসবের তোয়াক্কা না করেই বিরাট আবারও দেখালেন যে বড় মঞ্চের ক্রিকেটার কাকে বলে। তবু ক্রিকেট শেষ পর্যন্ত দলগত খেলা। একা বিরাট বা রুতুরাজ ম্যাচ জেতাতে পারে না। বোলিং বিভাগ ব্যর্থ হলে বড় রানও অকার্যকর হয়ে যায়; রায়পুরে তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল।

# হিন্দমোটরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:২** গত ২৮ এবং ২৯ নভেম্বর, ২০২৫, হিন্দমোটর ক্যান্টিন মাঠে অনুষ্ঠিত হল এইচএম এডুকেশন সেন্টারের সিনিয়র এবং জুনিয়র শ্রেণির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রাক্তন ফুটবলার হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। দ্বিতীয় দিনে অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট সাঁতারু শ্রী প্রত্যয় ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন এইচএম এডুকেশন ট্রাস্টের কর্ণধার উত্তম বোস, বিদ্যালয়ের ম্যানেজার ও রেক্টর সুদীপ্তা বোস, প্রধান শিক্ষিকা সোনিতা রায়, সহ-প্রধান শিক্ষিকা মনীষা সিং, শিক্ষা অধিকর্তা নিতু চট্টোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতার সূচনা হয় মশাল প্রজ্জ্বলন ও বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্টের মধ্য দিয়ে। তালে তাল মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণা প্রাঙ্গণ মুখরিত করে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কসরত দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রধান শিক্ষিকা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার কথা তুলে ধরেন। ব্যারেটো তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। দ্বিতীয় দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানা বর্ণময় খেলার আয়োজন উপস্থিত সকলকে প্রভূত আনন্দ দেয়। অভিভাবকদের উপস্থিতি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করে, প্রতিযোগিতা থেকে তাঁরাও বাদ যাননি। তাঁদেরও অদম্য উৎসাহ ছিল দেখার মতো। সব মিলিয়ে, অনুষ্ঠানটি একটি সার্থক রূপ লাভ করে।

# টি-২০ সিরিজে ফিরল হার্দিক, বাদ রিঙ্কু

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজের মাঝেই টি-টোয়েন্টি দলের ঘোষণা ঘিরে জমে উঠেছে আলোচনার ঝড়। রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ চলাকালীনই বোর্ড জানিয়ে দেয়, সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ১৫ জনের টি-টোয়েন্টি দল নির্বাচন করেছে নির্বাচক কমিটি। এই ঘোষণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন দু'জন;শুভমন গিল এবং হার্দিক পান্ডিয়া। দীর্ঘ দিন চোটের জন্য বাইরে থাকা এই দুই ক্রিকেটারের দলে ফেরা নিয়ে জল্পনা ছিল প্রবল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, হার্দিক পান্ডিয়া পুরোপুরি ফিট হয়ে আবারও ভারতের জার্সি গায়ে নামতে প্রস্তুত। শুভমনকেও দলে রাখা হলেও তাঁর খেলা এখনও নিশ্চিত নয়। নির্বাচকরা জানিয়েছেন, শুভমনের ক্ষেত্রে বোর্ডের 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'-এর চিকিৎসকদের ছাড়পত্র পাওয়া জরুরি। অর্থাৎ, চিকিৎসক দল অনুমতি দিলে তবেই তাঁকে মাঠে দেখা যাবে। তবুও তাঁকে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা দলের পরিকল্পনায় তাঁর গুরুত্বই প্রকাশ করে। শুভমন যদি খেলতে না পারেন, তবে ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জু স্যামসনকে দেখা যেতে পারে। স্যামসনকেও এই দলে রাখা হয়েছে, যা দলের ব্যাটিং গভীরতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

*টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলের জার্সি উন্মোচন করলেন রোহিত শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিলক বর্মা।*

**Khakurdaha GRAM PANCHAYAT**
Joynagar-1 Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Khakurdaha Gram Panchayat of Joynagar-1 Block under south 24 Parganas dist.invites bids for Construction of ROAD **Rs- 123801, 203395, 153211, 105034, 115070,173284, 102672, 142679, 124675, 143173,123100,163 247,203395, 101966, 163247, 149488, 163247, 103026,206405,104395,165254,153284,153284, 155000, 163247 respectively Nit no:-261 (1-25)/APAS/KKDGP/2025-2026.** The Estimated Cost INcluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 4th Dec. 2025 to 10:00 AM of 5th Jan. 2026.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**
Sd/-Pradhan,
Khakurdaha Gram Panchayat

**EGRA MUNICIPALITY**
Egra, Purba Medinipur
E- TENDER NOTICE
E-tender are here by invited by the Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide NI(e)T-23/Toilet Block(SBM)/25-26, Date-03/12/2025 (Tender ID No. 2025_MAD_966378_1 to 20). Others details can be seen from the https//wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in.
Sd/-
Chairman
Egra Municipality

**Notice Inviting e-Tender**
**NIT NO-JOY2/15 of 2025-26 Dt.-01.12.2025.** It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 8 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_964896_1 to 2025_ZPHD_964896_8** and last date of bid submission is **31.12.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

**ULUBERIA MUNICIPALITY**
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/659/APAS/e-Tender/2025-26 Dated : 02.12.2025,
(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd /- Executive Officer,
Uluberia Municipality

**Babnan Gram Panchayat**
Babnan, Dadpur, Hooghly
e-Tender Notice
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors vide **NIT No.: 07/BAB/APAS/2025-26, 08/BAB/APAS/2025-26, 09/BAB/APAS/2025-26, 10/BAB/APAS/2025-26, 11/BAB/APAS/2025-26, 12/BAB/APAS/2025-26, 13/BAB/APAS/2025-26, 14/BAB/APAS/2025-26, 15/BAB/APAS/2025-26, 16/BAB/APAS/2025-26, 17/BAB/APAS/2025-26, 18/BAB/CFC/2025-26, Dated: 17/11/2025.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned or **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

**OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY**
RANAGHAT, NADIA
Corrigendum for date Extension 01
Memo. No. 1875/RM, Date - 10.11.2025. Tender Ref No: WBMAD/ULB/RM/NIT-14e/2025-26/SL30 & SL67. Tender ID : 2025_MAD_942905_30 & 67.
Name of the work: Road Renovation In Front Of Manju Biswas House & Cover Slab Drain At Gopal Nagar Road To Shyam Babu Ponds Lane, under apas scheme list (phase-ii, lot-i) - Ranaghat Municipality.
Memo. No. 1876/RM, Date - 10.11.2025. Tender Ref No: WBMAD/ULB/RM/NIT-15e/2025-26/SL2 & SL23. Tender ID : 2025_MAD_942925_2 & 23.
Name of the work: Drain Repair and Cover Slab from Peskar More to Parth Chakraborty House & Drain Renovation from Shuvra Bhattacharya to Nitai Mukherjee House, under apas scheme list (phase-ii, lot-i) - Ranaghat Municipality.
This is to inform that the Document Download/ Sale End Date & Bid submission End Date are extended upto 01/01/2026 at 1:00 p.m. as Minimum Bidders not has been found. Bid opening Date - 03/01/2026 at 1:00 p.m. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged.
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-ওএইচই-কেজিপি-এডিআরএ-পিআরআর-২x২৫ কেভি। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম** ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে ৩০০০ এমটি বোঝাই সক্ষম করতে খড়গপুর (সহ)-আদ্রা (সহ)-পুরুলিয়া (ব্যতীত) শাখায় ১x২৫ কেভি ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন সিস্টেম থেকে ২x২৫ কেভি ট্র্যাকশন সিস্টেমে উন্নতির জন্য নকশা, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা। **কাজের আনুমানিক মূল্য** ঃ ১৮৫,০২,৩০,৪৫৪.৭৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি** ঃ ৯৪,০১,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ নেই। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ২৪ মাস। **অফারের বৈধতা** ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১২০ দিন। **প্রশ্ন গ্রহণের শেষ তারিখ** ঃ ১৯.১২.২০২৫। **প্রি বিড মিটিং** ঃ ২৩.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **সমস্ত নথি স্বশরীরে জমা** ঃ ১৯.০১.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ** ঃ ২০.০১.২০২৬ (দুপুর ২টা প্র.ভা.স.)। ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in (PR-905)

**Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY**
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **Construction of new buiding of Yogada Satsangha Pry. School in Ward No-2 within Ghatal Municipality as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-12e/2025-26, Date: 01.12.2025, Tender ID: 2025_MAD_930831_1.** And **2 no. of works Construction of Concrete Road and Development of exiting road of SWM vehicle for the Secondary Point in Ward No. 10 and Ward No. 17 within Ghatal Municipality as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-13e/2025-26, Date: 01.12.2025, Tender ID: 2025_MAD_966491_1 to 2.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/1268/25-26/2nd Call Dated 03.12.2025 | Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Rekha Sur towards Manik Ghatak at Premendrapally in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 138(Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C | Rs. 1,05,337.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1269/25-26/2nd Call Dated 03.12.2025 | Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Tapan Kr. Samanta towards Amit Sur at Khoka Dar Shop in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 138(Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C. | Rs. 2,79,427.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1270/25-26/2nd Call Dated 03.12.2025 | Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Purnima Ray towards Jharna Ray at Sitalatala Baikunthapur Road in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 138(Proposal Serial No.: 04), within 147, Sonarpur Dakshin A.C. | Rs. 4,04,793.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1271/25-26/2nd Call Dated 03.12.2025 | Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Nibadita Gupta towards Sanjay Ray at Premendrapally in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 138 (Proposal Serial No.: 05), within 147, Sonarpur Dakshin A.C. | Rs. 1,09,557.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1289/25-26/2nd Call Dated 03.12.2025 | Upgradation of Brick Pavement Road from Post Office to H/O Bobay Ghosh (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 244 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar. | Rs.2,56,215.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1290/25-26/2nd Call Dated 03.12.2025 | Upgradation of Brick Pavement Road from H/O Ratan Babu to H/O Sanjay Das (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 244 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar. | Rs.1,22,075.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1293/25-26 2nd Call Dated 03.12.2025 | Upgradation of Surface Drain & Culvert from Ali biye bari goli to H/O Sanjib Ghosh (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 178 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar. | Rs.1,83,583.00 |

Bid Submission end date: 02.01.2026. at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Estimated Amount |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/1988/25-26 Dated 01.12.2025 | Construction of Road Covered Surface Drain from Diamond electric near infrom of park to Joya Majumder house In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 143, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshi | Rs. 4,72,508.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1989/25-26 Dated 01.12.2025 | Upgracation of concrete road from Shyamal Bose House to Badal Sardar house in Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-143(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C. | Rs. 1,24,599.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1990/25-26 Dated 01.12.2025 | Upgracation of concrete road from Rabin Sarkar to Malay Das house in Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-143(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C | Rs. 2,84,668.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1991/25-26 Dated 01.12.2025 | Upgracation of concrete road from H/O Biren Ghosh towards H/O Nemai Mondal & Bashalipara Bye Lane Connector towards H/O Sailen Barman in Ward No-18 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station-166, Proposal SL No-2, within 147 Sonarpur Dakshin.. | Rs. 1,78,247.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1992/25-26 Dated 01.12.2025 | Upgracation of Surface drain from H/O Indranath Chakraborty towards R.N.T Road Bye Lane via Anunath in Ward No-18 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-166, Proposal Sl No-3, Within 147, Sonarpur Dakshin | Rs. 1,61,841.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1993/25-26 Dated 01.12.2025 | Upgracation of Bituminous Road From Jayanta Banerjee House towards Jahar Sharma & Sabita Sarkar in Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 184, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin. Rs. 2,91,807.00 | Rs. 2,91,807.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1994/25-26 Dated 01.12.2025 | Upgracation of concrete road from Santosh Mitra towards Mrinal Bhattacharya in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-184(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C. | Rs. 2,93,220.00 |
| WBMAD/ULB/RSM/1995/25-26 Dated 01.12.2025 | Upgracation of Bituminous Road From Kanti Das towards Bablu sing & Ashok Das to Shyam Das in Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 184, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin | Rs. 3,95,398.00 |

Bid Submission end date: 01.01.2026 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

# শেষ হয়ে হইল না শেষ!

# ব্যাট থামলেও, থামে না লড়াই! অবসরের পর কেমন থাকেন ক্রিকেট কিংবদন্তিরা?

ক্রিকেটারের কেরিয়ার যতটা দীর্ঘ মনে হয়, বাস্তবে ততটা নয়। হাতের ব্যাট-গ্লাভস ধীরে ধীরে যখন বিদায় নেয়, আলো ঝলমলে স্টেডিয়ামের বাইরে তখন এক নতুন পথ খুলে যায়। তবে সেই পথ সর্বদা সহজ নয়। কারও কাছে এটি নতুন সুযোগের জানালা, কারও কাছে আবার নিজের অস্তিত্ব নতুন করে খুঁজে পাওয়ার লড়াই। ভারতীয় ক্রিকেট বরাবর কিংবদন্তিদের জন্ম দিয়েছে, আর তাদের অনেকেই অবসরের পর জীবনে নতুন রূপে ধরা দিয়েছেন। শচীন তেন্ডুলকর, সুনীল গাভাসকর, মহম্মদ আজহারউদ্দিন এবং সৌরভ গাঙ্গুলির মতো তারকারা প্রমাণ করেছেন ক্রিকেট কেরিয়ারের অবসানই শেষ নয়, বরং আর এক অধ্যায়ের সূচনা। সেরকমই কয়েকজন ক্রিকেটারের অবসর পরবর্তী জীবনের গল্প তুলে ধরলেন **বিট্টু দত্ত**।

## সচিন তেন্ডুলকর

ক্রিকেটের মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের ২৪ বছরের ম্যারাথন আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষে ২০১৩-র বিদায়ে দেশের প্রতিটি ক্রিকেটপ্রেমীর চোখ ভিজেছিল। কিন্তু সচিন থেমে থাকেননি। অবসর-পরবর্তী জীবনে তিনি প্রথমেই নিজেকে সমর্পিত করেছেন সমাজকল্যাণে। শিশুস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও খেলাধূলার প্রসারে তাঁর উদ্যোগ গোটা দেশে অনুপ্রেরণা জাগায়। ব্যবসার জগতেও সচিন নিজেকে প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন স্পোর্টস ও টেক স্টার্ট-আপে বিনিয়োগের পাশাপাশি আইএসএলে কেরালা ব্লাস্টার্স এবং অন্যান্য ক্রীড়া প্রকল্পের সহ-সহযোগী তিনি। তাঁর বই 'প্লেয়িং ইট মাই ওয়ে' কেবল স্মৃতিকথা নয়; বরং এক মানুষ কী ভাবে সাফল্যকে সংজ্ঞায়িত করেন তার জীবন্ত দলিল। আজও তেন্ডুলকর ভারতীয় ক্রীড়া সংস্কৃতির মুখ; মাঠে নয়, কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব, মতাদর্শ ও মানবিকতার মঞ্চে।

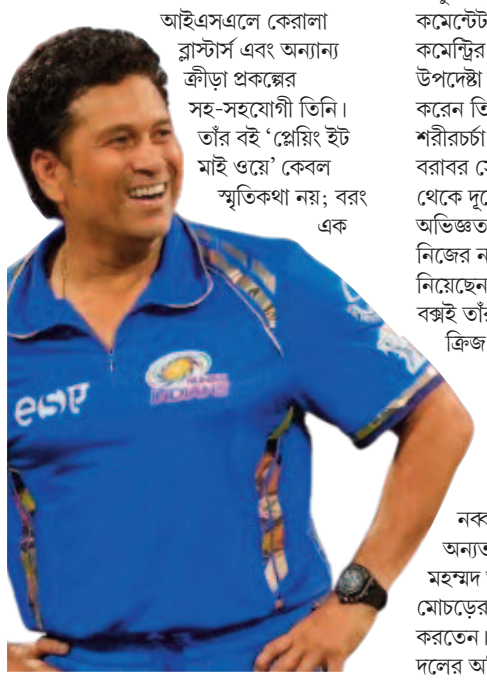

## সুনীল গাভাসকর

ক্রিকেট দুনিয়ায় শান্ত মাথা ও কৌশলগত ব্যাটিংয়ের প্রতীক গাভাসকর অবসরের পর বেছে নেন আর এক জগৎ- ধারাভাষ্য। তাঁর মার্জিত ইংরেজি, যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ আর নিখুঁত ক্রিকেটবোধ তাঁকে বিশ্বের সেরা কমেন্টেটরদের সারিতে পৌঁছে দিয়েছে। কমেন্ট্রির পাশাপাশি ক্রিকেট প্রশাসনে ও উপদেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। ক্রিকেটারদের অধিকার, শরীরচর্চা ও মানসিক দৃঢ়তার বিষয়ে তিনি বরাবর সোচ্চার। অবসর নিলেও ক্রিকেট থেকে দূরে সরে যাননি; বরং খেলার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াকেই নিজের নতুন দায়িত্ব করে নিয়েছেন। কমেন্ট্রি বক্সই তাঁর নতুন ব্যাটিং ক্রিজ।

## মহঃ আজহারউদ্দিন

নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান মহম্মদ আজহারউদ্দিন। চমৎকার কবজির মোচড়ের জাদু দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতেন। দীর্ঘদিন সামলেছেন ভারতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব। অথচ তাঁর কেরিয়ারের শেষটা ছিল বিতর্কে ঘেরা। তবে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করতে তিনি পিছপা হননি। রাজনীতিতে যোগ দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়া আজহারের নতুন যাত্রাপথ চ্যালেঞ্জে ভরপুর।

## সৌরভ গাঙ্গুলি

আবার সৌরভ গাঙ্গুলি অর্থাৎ সকলের 'দাদা' শুধুই একজন ক্রিকেটার নন; তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের মানসিক বিপ্লবের স্থপতি। ২০০৮ সালে অবসরের পর সৌরভও থেমে থাকেননি। প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর ক্রিকেট রাজনীতির পাশাপাশি তিনি তরুণ ক্রিকেট প্রতিভা গড়ে তুলতে সচেষ্ট। যে মানুষটি একসময় মাঠে একাকী দাপট দেখাতেন, এখন তাঁর লক্ষ্য- সমাজ, যুবসমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। তুমুল আলোকবৃত্ত থেকে বিতর্কিত অধ্যায় পেরিয়ে এক নতুন পরিচয় গড়ে তোলায় আজহারউদ্দিন উদাহরণ। প্রশাসনে উত্থান। সিএবি-র প্রশাসন থেকে উঠে এসে বিসিসিআই সভাপতি হওয়া; একজন প্রাক্তন ক্রিকেটারের জন্য এক ঐতিহাসিক অর্জন। দেশের ক্রিকেটে সংস্কার, আইপিএল পরিচালনা, মহিলা ক্রিকেটের উন্নয়নে তাঁর সিদ্ধান্ত খেলার পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে। টিভি শো, কমেন্ট্রি, বিজ্ঞাপনের ব্র্যান্ডিং এবং উদ্যোক্তা হিসেবে সৌরভের 'দাদাগিরি' আজও জনমানসে জনপ্রিয়। ক্রিকেট মাঠে যেমন দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তেমনই পরবর্তী জীবনে নেতৃত্বই তাঁর পরিচয়। ক্রিকেট জীবনের এক অধ্যায়। কিন্তু আসল খেলা শুরু হয় তার পর; সময়ের সঙ্গে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার খেলা। শচীন, গাভাসকর, আজহারউদ্দিন ও সৌরভের গল্প শুধু চার জন ক্রিকেটারের গল্প নয়; প্রতিটি মানুষের জীবনে পরিবর্তনকে গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা। অবসর কখনই সমাপ্তি নয়। বরং নতুন ইনিংসের টস, যেখানে মাঠ বদলায়, দর্শক বদলায়, কিন্তু জেতার ইচ্ছা বদলায় না।

# দেশকে বিশ্বকাপ খেলাতে চায় সবুজ-মেরুনের সাগ্নিক

**ঋতিকা চক্রবর্তী**

বাংলা থেকে ফুটবলার উঠে আসছে না। বাংলায় তরুণ প্রতিভা নেই, এই সব কথা এখন দূরে সরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। বাংলা জাতীয় মঞ্চে বারবার প্রমাণ করছে প্রতিভা অন্বেষণে এই রাজ্য সেরা। দীর্ঘ দশ বছর পর সাব-জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা। কোচ গৌতম ঘোষের নেতৃত্বে সাব-জুনিয়র ট্রফি জিতল বাংলা। এই নিয়ে ১৪ বার ট্রফি তুলল বাংলা নিজের ঘরে, যা রেকর্ড। অমৃতসরে ফাইনালে দিল্লিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে খেলা সাগ্নিক কুণ্ডু। দশটি গোল করে টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলারও নির্বাচিত হয়েছে সাগ্নিক। উল্লেখ্য, শুধু সাগ্নিকই নয়, মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অনূর্ধ্ব ১৪ দলের ৬ জন ফুটবলার এই বাংলা দলে আছে। সবুজ-মেরুনের সিধু সোরেনের গোলের সংখ্যা ৩। অন্য দিকে, বাংলার ডিফেন্সকে ভরসা জুগিয়েছে ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র দলের ভোলা রাজওয়ার।

বাংলাকে সেরার তকমা এনে দেওয়া মোহনবাগানের খুদে তারকা সাগ্নিক কুণ্ডু 'একদিন'কে শোনালেন নিজের গল্প। ফুটবলে হাতেখড়ি এইচডিএস গ্রাসরুট অ্যাকাডেমিতে। সাগ্নিক বলছে, 'অতনু স্যারের কাছে অ্যাকাডেমিতে প্রথম ফুটবল শুরু। তারপর লকডাউনের সময় সেই অ্যাকাডেমি বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, অন্য জায়গায় ভোলা স্যারের কাছে অনুশীলন করতাম। সেখান থেকে জেলা দলে ডাক পাই। চঞ্চল স্যার ও তনুময় স্যারের কাছেও অনুশীলন করেছি। তারপর মোহনবাগান ট্রায়াল হয়। বাংলা দলে গৌতম স্যার আমাকে অনেক সাহায্য করেছে, গোটা দলেরই পাশে সব সময় ছিলেন স্যার।'

মোহনবাগানের আর এক জুনিয়র সদস্য, অনূর্ধ্ব ১৭ দলের রাজদীপ পাল। অনূর্ধ্ব ১৫ লিগে অসাধারণ ফর্মে ১৫ গোল করেছিলেন গত মরশুমে। পুরস্কার হিসেবে রাজদীপ উপহার পেয়েছিলেন জেমি ম্যাকলারেনের বুট। এই ঘটনা কি অনুপ্রাণিত করেছে সাগ্নিককে? তার কথায়, 'হ্যাঁ, অবশ্যই ওটা দেখে অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছি। যাতে ভালো খেলে আমিও ওই জায়গায় যেতে পারি। যতটা পারব নিজের সেরাটা দিয়ে খেলার চেষ্টা করব। অনুশীলন তো করিই, পাশাপাশি ফুটবলের থেকে কখনও মনোযোগ সরিয়ে নিতে চাই না।'

শুধু মোহনবাগানই নয়, সাগ্নিক ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকেও আদর্শ মেনে চলে। রোনাল্ডোর 'কখনও হাল না ছাড়া' মন্ত্রে বিশ্বাস করে সাগ্নিক। রোনাল্ডোর কথা বলতে গিয়ে সাগ্নিক বলেন, 'রোনাল্ডো বলে কখনও হাল না ছাড়তে। সেটা আমিও বিশ্বাস করি। সেমিফাইনালে শেষ অবধি লড়াই করে গোল করে আমরা জিতেছি।' মোহনবাগান সিনিয়র দলের তারকা দিমিত্রি পেত্রাতোসের ভক্ত সাগ্নিক। বাংলাকে ট্রফি জিতিয়ে ফিরে দিমিত্রির মতো বিশেষ সেলিব্রেশনে মেতেছিল খুদে সাগ্নিক। দিমিত্রির মতোই মোহনবাগানের ভরসা হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে সাগ্নিক।

এদিকে, ছেলের সাফল্যে গর্বিত সাগ্নিকের মা। বললেন, 'মা হিসেবে খুবই ভালো লাগছে, এর থেকে আনন্দের কিছু হয় না। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলকে ভালোবেসে মনেপ্রাণে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। ১০ মিনিট আগে প্র্যাক্টিসে চলে যেত, কখনও দেরি করত না। ছোটবেলা থেকেই একটা কথা বলত সাগ্নিক, আমি দেশকে বিশ্বকাপ খেলাতে চাই। আমারও স্বপ্ন ছেলে একদিন ভারতের হয়ে খেলবে।'